॥ প্রকাশ করেছেন ॥
শ্রীতন্ময় হাজরা
৪/২ এ, রাজেন্দ্র লাল ষ্ট্রীটের
অভিযাত্রিক-এর পক্ষ থেকে



১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সাল

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
এ, আর, প্রকাশনী
৯, শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ও
অভিযাত্রিক
৪।২এ, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

॥ ছেপেছেন ॥
রেণু দাশগুপ্ত
দোলা প্রিন্টার্স
৪।২ এ, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পবমপূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রীচবণেষু—

বাবা,

আপনাবা হযতো ভুলে গেছেন, কিন্তু আমাব এখনও বেশ মনে পড়ে, কে যেন বাড়িতে এসেছিল দেখা-সাক্ষাৎ কবতে। কিন্তু সে সুযোগ না দিয়েই কালিদা তাকে নিযে ঘবে ঢুকে দবজা বন্ধ ববে দিলেন। এত ছোট্ট ছিলাম যে ভয পেযে গেলাম। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ কবে দাঁড়িযে আছি, এবই মধ্যে ভেতর থেকে তাবস্ববে ভেসে এলো গানেব কটি কলি :—

"আমি কখন ভাঙি, কখন গড়ি
নাইকো ঠিকানা"

দেশেব বাড়িতে পূজোয় 'কর্ণার্জ্জুন' নাটক অভিনীত হবে। আপনি বোধহয কর্ণ, দাদা শকুনি। কিন্তু নিয়তি পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এখানকাব বাসাবাড়িতে (পুরুষ) কেউ এলেই কালিদা সর্বপ্রথম তাঁর ট্রায়াল নেন গানেব, নিয়তি তৈবী কবাব ভাব তাঁবই ওপব।

শিশুকাল থেকে এ-ভাবেই যেন নাটকেব সংগে একটা নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। সেদিনেব অনেক কিছুই আজ হাবিযেছি। বাজনীতির কৃপায হারিয়েছি নিজেদের গ্রামখানি পযন্ত। কিন্তু এই নাটকেব সংগে আত্মীয়তাটা আজও শেষ হলো না। তাবই একটি নজীব আপনাব হাতে তুলে দিলাম। ইতি—

আপনার স্নেহের

বাবু।

॥ নিবেদন ॥

পূর্ণাংগ নাটক আমার এই প্রথম ছাপা হলো। এ নাটক প্রথম লেখা হয় আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে—যেবার প্রথম বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। পথিকৃৎ গল্পটার একটা স্কেচ মনে মনে কিছুদিন ধরেই করছিলাম—দু'একজনকে শুনিয়েও ছিলাম যে এমন একটি নাটক করলে কেমন হয়। বন্ধুবান্ধবরাও উৎসাহিত করেছিল খুব।

কিন্তু তবুও কেন যেন মন থেকে সাড়া পাইনি তেমন। যেমনটি তেমনই পড়ে রইল গল্পটা মনে মনে। এর কিছুদিন পরেই বাজাবাজার ট্রামডিপোর কয়েকজন কর্মচারী এসে অনুরোধ জানায় নাটকটা লিখে দেবার জন্য। তারা গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় ঐ নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে। তখন মাত্র আর তিনদিন বাকী পাণ্ডুলিপি জমা দেবার। আমার পক্ষে হয়তো এত স্বল্প সময়ে এ কাজ করে ওঠা সম্ভবও হতো না, যদি না গল্পটা আগে থেকেই ঠিক করা থাকতো। তার ওপর অগ্রিম বাবদ তাঁরা যে টাকাটা দিয়ে গেলেন তাতে এক নাগারে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে আমি সক্ষম হয়ে উঠেছিলাম। সময় মত নাটকও শেষ করলাম, কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে তাদের সংগে মত-বিরোধ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এ নাটক আর তাদের পক্ষে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি।

সেই থেকে 'পথিকৃৎ' পড়েই ছিল। কিন্তু আমার প্রথম প্রকাশিত নাটক 'ত্রয়ী'-র (তিনটি একাংকিকার সংকলন) মঞ্চ সাফল্য আমাকে 'পথিকৃৎ' প্রকাশে উৎসাহিত করে। এই নাটকটীও যদি জনপ্রিয় হয় তো খুবই আনন্দিত হবো।

পথিকৃৎ-এর সংগে একজনের স্মৃতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে—তিনি হচ্ছেন বন্ধুবর শ্রীঅতুল পণ্ডিত। জানিনা জীবিত ব্যক্তির স্মৃতি লেখায় কোন ভুল হলো কিনা! কিন্তু আমার কাছে....থাক্, সে কথা—আমার কাছে তা

স্মৃতি-ই। তবে সেদিন যদি অতুল আমার পাশে না থাকতো তবে হয়তো এ নাটকটী আমার পক্ষে আর শেষ করা হয়ে উঠতো না। তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়া আরও কয়েকজন আছে, যাঁদের কাছে এ নাটক লেখার জন্ম আমি খুবই কৃতজ্ঞ। তবে তাঁরা আমার একেবারে আপনজন, তাই তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করা থেকে বিরত রইলাম।

এবার ছাপার এক-আধটী ভুলের কথা স্বীকার করে নিই। অবিশ্যি ভুল আমার নয়, প্রুফ রীডারের। তবুও দায়িত্বটা আমার, তাই আগে ভাগে স্বীকার করে দায় খালাস হওয়া ভাল। স্যার হিমাদ্রিশেখরকে এক-আধ যায়গায় রায়-বাহাদুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রুফরীডারের অভিমত—

"ওতে কিছু ক্ষতি হবে না। স্যার আর রায়বাহাদুরের তফাৎ কি তা আমরা সাধারণ লোক আর কতটা বুঝি বলুন—তাই হয়তো লক্ষ্য করিনি। যা হোক বিত্তবান বোঝাতে তো ওটা ব্যবহার করেছেন? তা ঠিকই বোঝা যাবে, সে স্যারই হোক আর রায়বাহাদুরই হোক....ইত্যাদি।"

এ-রকম হয়ত আরও এক-আধটী ভুল থাকতে পারে, তা আমাদের চোখে পড়েনি—পাঠকদের এবং অভিনেতাদের কাছে অনুরোধ সেটা নিজ জ্ঞানে শুধরে নেবেন এবং নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বিনীত
নাট্যকার

॥ চরিত্র পরিচিতি ॥

স্যার হিমাদ্রিশেখব মুখার্জী	মুখার্জ্জী ওয়ার্কস-এব মালিক
শিবানী	হিমাদ্রিশেখবেব দূর সম্পর্কেব ভ্রাতুষ্পুত্রী
ক্ষিতীন	শিবানীব বড় ছেলে
শিখা	মেয়ে
আনন্দ	ছোট ছেলে
রতন	মুখার্জীবাড়ীব ভৃত্য
ইন্দ্রাণী	Prof. মিত্রেব স্ত্রী
প্রলয	ইন্দ্রাণীব ছেলে
অলক	প্রলয়েব বন্ধু
হরিপদ	
বদ্যিনাথ	
কানাই	কাবখানাব শ্রমিক
ভরত	
সান্টু	
দুলাল	
রামসিং	কারখানার দারোয়ান।
রমা	হরিপদর মেয়ে
পঙ্কজ	শ্রমিকনেতা

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[প্রফেসার মিত্রের বাড়ীর একতলায় প্রলয়ের ঘর। ঘরের মাঝে একটি দরজা; সেটি বাইরে যাতায়াত করার জন্য—ডানদিকের দরজাটি অন্দরমহলে যাওয়ার। ঘরের এক কোণে একটি খাট। অন্যপাশে পড়ার জন্য চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। দেওযালে কয়েকটি ছবি। তার মধ্যে একটি—প্রফেসার মিত্র, ইন্দ্রাণী ও প্রলয়ের। পর্দা উঠ্‌লে দেখা যাবে—প্রলয় দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। পড়ন্ত বেলার শেষ আলোটুকু ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশের ঘর থেকে কয়েকটি কথার টুকরো ভেসে আসছে, একটু পরে প্রলয় জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা কথাগুলো ভালো করে শোনার জন্য]

[॥ নেপথ্য থেকে ভেসে আসে ॥

মহেন্দ্র ॥ না-না, তুমি বুঝছো না ইন্দ্রাণী—ঐ আমার সম্বল—ও টাকায়—

ইন্দ্রাণী ॥ তুমি একটু চুপ কর দেখি। এখন এ বিষয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

(মঞ্চে—কথাটা শোনার জন্য প্রলয় জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)

মহেন্দ্র ॥ না, তা হয়না। আমার অনেক দিনের সাধ আমি এ ভাবে নষ্ট হতে দেব না।

ইন্দ্রাণী ॥ তুমি ভুল বুঝছো। এতে কিছুই নষ্ট হবে না।]

[অলক ঘরে ঢোকে—হাতে ওষুধের শিশি]

অলক ॥ কি করছিস্ তুই ওখানে ?

প্রলয় ॥ এ্যাঁ—এদিকে আয—শোন।

[॥ নেপথ্যে ॥

মহেন্দ্র ॥ তুমি আমাকে মিথ্যে ভোলাবার চেষ্টা করছ ইন্দ্রাণী। ঐ তো আমার সম্বল ! আমার রোগের জন্য যদি ওতে হাত পড়ে, তবে প্রলয়কে আমি কিছুতেই মানুষ করে তুলতে পারব না।

ইন্দ্রাণী ॥ তুমি একটু শান্ত হয়ে শোও তো।]

অলক ॥ সত্যি, এ ভাবে মেসোমশাই যদি ছেলেমানুষি করেন—তবে কিছুতেই ভাল করে তুলতে পারব না।

প্রলয় ॥ যাক্, ডাক্তারবাবু কি diagnosis করেছেন কিছু বললেন ?

অলক ॥ না—ঠিক করে কিছু বলতে পারলেন না। তবে paralysis-এর মত হতে পারে।

প্রলয় ॥ সে কি ?···আর কি বললেন ?

অলক ॥ খুব সাবধানে রাখতে হবে। কোন রকম excitement না আসে—নইলে যে কোন সময়ে heartfail করতে পারে।

প্রলয় ॥ এ্যাঁ !

অলক ॥ ভয় পাস্‌না—দেখনা, ঠিক আমরা ভাল করে তুলবো।

প্রলয় ॥ না ভয় পাচ্ছিনা—তবে আমি ভাবছি অলক—এত বড় একটা অসুখ····

[নেপথ্যে—মহেন্দ্র বাবু আছেন ?]

অলক ॥ কে ? দাঁড়া, আমি দেখি। (দরজার কাছে গিয়ে) কাকে খুঁজছেন ?

(শিখা ও শিবানীকে দেখা যায়)

শিবানী ॥ আচ্ছা, মহেন্দ্রবাবু কি এই বাড়িতে থাকেন ?

অলক ॥ হ্যাঁ—ভেতরে আসুন আপনারা। (উভয়ের প্রবেশ)

শিবানী ॥ তুমিই কি বাবা মহেন্দ্রবাবুর ছেলে ?

অলক ॥ আজ্ঞে না। (ডেকে দেয়) প্রলয়।

শিবানী ॥ ও, তুমিই বুঝি ?

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

শিবানী ॥ (কিছু যেন ভাবছিলেন) এঁ্যা—না—আমি একবার বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাকে নিয়ে চল।

প্রলয় ॥ (ইতস্তত: করে) দেখুন, উনি খুবই অসুস্থ। তাছাড়া ডাক্তারবাবুরও নিষেধ আছে। এখন কোন রকম excitement এলে ক্ষতি হতে পারে।

শিবানী ॥ ও—তাহলে—

প্রলয় ॥ আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন—আপনারা বসুন, আমি মাকে জিজ্ঞেস্ করে আসছি। (প্রস্থান)

শিবানী। তোমাকে তো চিনলাম না বাবা।

অলক ॥ প্রলয়ের class-mate আমি।

শিবানী ॥ ও। আচ্ছা মহেন্দ্রবাবুর হঠাৎ এমন হলো কেন, কিছু জান ?

অলক ॥ ঠিক কি হয়েছিল জানিনা। দিন সাতেক আগে সন্ধ্যে নাগাদ কলেজ থেকে খবর আসে, মেসোমশাই নাকি college-এর তেতলা সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যান।

শিবানী ॥ এঁ্যা। কি করে ?

অলক ॥ সে খবর কেউ দিতে পারেনি। তবে মেসোমশাই—জানেন তো সব সময় কি যেন ভাবেন। হয়ত····

(প্রলয়ের প্রবেশ)

প্রলয় ॥ আপনারা আসুন। (শিবানী ও শিখা ওঠে)

শিবানী ॥ তুই এখানে থাক্ শিখা। তোকে আর যেতে হবে না।

(শিবানী ও প্রলয়ের প্রস্থান)

[অনেকক্ষণ থেকেই শিখা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল, এবার প্রকাশ করলো]

শিখা ॥ দেখুন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে!

অলক ॥ স্বচ্ছন্দে।

শিখা ॥ আচ্ছা—এখানে কি সবাই মানসিক অসুস্থ?

অলক ॥ মানসিক অসুস্থ! কেন বলুন তো?

শিখা ॥ সবার রকম সকম যা দেখছি তাতে তো অন্য কিছু মনে হয় না। মা-ও যেন এখানে এসে কেমন হয়ে গেল। এতদূর নিয়ে এল মা-র নাকি কোন এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, অথচ আমাকেই ফেলে রেখে সে ভেতরে চলে গেল। দেখা করতে চাইলে এ বাড়ির লোক অনুমতি আনতে বসিয়ে রাখেন তিন ঘণ্টা—

অলক ॥ তিন ঘণ্টা! আপনি খুব রেগে গেছেন দেখছি। দেখুন, এদের তরফ থেকে কোন অন্যায় হয়নি। আপনি এদের বর্তমান অবস্থা জানেন না, তাই—

(প্রলযের প্রবেশ)

প্রলয় ॥ অলক, তোকে একটু দোকানে যেতে হবে।

অলক ॥ কেন?

প্রলয় ॥ এদিকে আয়।

[ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে কি যেন বলে। অলক আবার শিখাকে ইসারা করে দেখিয়ে কিছু একটা বলে বেরিয়ে যায়।]

প্রলয় ॥ অলকের মুখে শুনলাম, আপনি নাকি আমার ব্যবহারে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে সত্যি আমার কোন দোষ নেই। ডাক্তারবাবু এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন—যাতে আমি প্রথমেই মাসিমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে সাহস পাইনি। আপনি কিছু মনে করবেন না ওর জন্য।

শিখা ॥ দয়া করে আপনি আমার একটা উপকার করবেন?

প্রলয় ॥ বলুন।

শিখা॥ আপনার মাসিমাটিকে একবার ডেকে দেবেন?

[প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গটা প্রলয় বোঝে। তবুও সে ভেতরে যাচ্ছিল, এমন সময় ভেতর থেকে ভেসে আসে হাসির আওয়াজ।]

শিখা ॥ থাক্, আর যেতে হবে না।

প্রলয় ॥ কেন ?

শিখা ॥ শুনছেন না, আসর কেমন জমে উঠেছে।

প্রলয় ॥ সত্যি, বাবাকে এমন করে হাসতে এব আগে আমি আর কখনও শুনিনি।

শিখা ॥ তা হলে আপনার মাসিমাব গুণ আছে বলুন।

প্রলয় ॥ (এবাব হেসে ফেলে) হ্যাঁ, তা আছে।

(ইন্দ্রাণী ও শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী ॥ শিখা, তোমার মাসিমাকে প্রণাম কব। (মাসিমা কথাটি শোনার সংগে সংগে প্রলয় ও শিখা দু'জন দু'জনার দিকে তাকায়)

ইন্দ্রাণী ॥ থাক্-থাক্, মা, সুখী হও। তুমি বোধহয় খুব রেগে গেছ আমাদের ওপর, না ?

শিখা ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) কই না—

(ঠিক সেই সময় অলক-ঘরে ঢোকে —হাতে খাবারের ঠোঙা)

অলক ॥ না মাসিমা, উনি তো রাগেন নি—তবে এটা পাগলা গারদ কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন।

শিখা ॥ (ভীষণ লজ্জা পায়) না-না মাসিমা—এমনি মানে—

ইন্দ্রাণী ॥ বুঝেছি, রাগবারই তো কথা। এতক্ষণ একলা একলা বসে থাকা যায় ?

অলক ॥ একলা মানে—আমরা বুঝি আর—ওহো, আমরা তো আবার ঐ পাগলের দলে।

ইন্দ্রাণী ॥ (সস্নেহে) যা, তোরা মিছিমিছি ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছিস্। অলক তুই ওকে একটু তোর মেসোমশাই-র সঙ্গে দেখা করিয়ে আন্। খোকা, তুই ওগুলো নিয়ে যা—আমরা আসছি। [অলক, শিখা ও প্রলয়ের প্রস্থান]

শিবানী ॥ শোন্, তুই কি সত্যিই আমার কথাটা রাখবি না!

ইন্দ্রাণী ॥ না, আমি তা পারি না।

শিবানী ॥ কাকাবাবুর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ। এই বুড়ো বয়সে....

ইন্দ্রাণী ॥ এখন আর কিছু করার নেই! তুই তো জানিস্—আমি যা সত্যি বলে জেনেছি, তা কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

শিবানী ॥ বেশ, এটা না হয় নাই হলো। অন্ততঃ এ টাকাগুলো তুই রাখ্ মিত্তির মশাই-র চিকিৎসার জন্যে।

ইন্দ্রাণী ॥ শিবানী—যার কাছে আমার স্বামীর সম্মান নেই, আমার ছেলেকে যারা স্বীকার করে না, আমি নেব তাদের টাকা আমার স্বামীর জীবন রক্ষার জন্যে! তুই ও টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যা শিবানী।

শিবানী ॥ তুই তা হলে আমার কোন কথাই রাখলি না?

ইন্দ্রাণী ॥ পারলাম না রে।

শিবানী ॥ বেশ—অন্ততঃ এই কথা দে, বিপদের সময় তুই আমাকে ডাকবি।

ইন্দ্রাণী ॥ (মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু চিন্তা করে) বেশ তাই হবে। তবে তাতে তোর শুধু অশান্তিই বাড়বে। যাক্, হ্যাঁ-আর শোন্—প্রলয় যেন আমাদের কোনো কথাই না জানতে পারে, বুঝলি?

শিবানী ॥ বেশ—

ইন্দ্রাণী ॥ চ-ও ঘরে।

(অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়)

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[স্যার হিমাদ্রিশেখরের Drawing room. সময় সকাল আটটা। ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। সোফা-কৌচ প্রভৃতি আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ঘরটি। দরজা ও জানলায় সুন্দর কাজকরা পর্দা এবং দেওয়ালে কয়েকটি তৈল চিত্র। দরজার দুপাশে stand-এর ওপর দু'খানা মার্বেল পাথরের মডেল। একটি সোফার ওপর বসে স্যার হিমাদ্রিশেখর খবরের কাগজ পড়ছেন। টীপয়ের ওপর প্রাতরাশের পরিত্যক্ত কাপ্-ডিশ ইত্যাদি। আনন্দ ঘরে ঢুকে পা-টিপে-টিপে দাদুর পেছনে এসে দাঁড়ায়, কয়েক মুহূর্ত দাদুর কাগজ পড়া লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করে—]

আনন্দ ॥ দাদু কাগজ পড়ছো ?

হিমাদ্রি ॥ তোমার দেখে কি মনে হচ্ছে দাদু ?

আনন্দ ॥ না-মানে আমি বলছিলাম—

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ—সেইটেই বল কি বলতে এসেছ ?

আনন্দ ॥ আমি জিজ্ঞেস করছিলাম দাদু, মানে—

হিমাদ্রি ॥ দেখ দাদু, তুমি একটা কথা বলতে এত বেশী মানে-মানে করছো, যাতে মনে হয় তুমি খুব সাংঘাতিক কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাও। তা ভনিতা না করে বলেই ফেল।

আনন্দ ॥ আচ্ছা দাদু, ঐ প্রেমটা কি জিনিস ?

হিমাদ্রি ॥ ও বাবা! এ যে সাংঘাতিক প্রশ্ন! তা ভাই, ও প্রশ্নের উত্তর তো আমি ঠিক দিতে পারবনা। কারণ ও পাঠশালায় আমার আর পড়াই হলনা কোনদিন। তুমি বরং জিতীনকেই জিজ্ঞেস করে দেখ একবার।

আনন্দ ॥ তুমি বল কি দাদু ? দাদাকে জিজ্ঞেস করবো! তার জন্যই যে এ প্রশ্ন।

হিমাদ্রি ॥ কেন! জিতীনের জন্য ? সে কি আবার ওসব করছে নাকি ?

আনন্দ ॥ তুমি পাগল হয়েছ দাদু! দাদার সময় কোথায় ? [illegible] [illegible] তোমার factory's production বাড়াবার কথা. চিন্তা [illegible]

হবে। আমি ভাবছিলাম—তাকে দিয়ে যদি একটা কিছু ঘটানো যায়....

হিমাদ্রি ॥ হুঁ, ব্যাপার খুব গুরুতর। তা দাদু—হঠাৎ তুমি ক্ষিতীনের জন্যে এত ভাবতে শুরু করলে কেন বলতো?

আনন্দ ॥ ভাবছি—কারণ শুনেছি ওটা নাকি একটা রোগ—মানে ঐ প্রেমটা—

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি, তুমি বলে যাও—

আনন্দ ॥ ঐ রোগে ধরলে নাকি মনটা প্রফুল্ল থাকে, মুখে থাকে সব সময় হাসি, তাই দাদার মুখে একটু হাসি দেখার লোভে—

[কথা শেষ হবার আগেই ক্ষিতীন এসে ঘরে ঢুকে দাদুকে ডাকে, আনন্দের শেষ কথাটা তুতলে যায়।]

ক্ষিতীন ॥ দাদু—

হিমাদ্রি ॥ কে? ও তুমি। এস। কি ব্যাপার এমন অসময়ে তুমি অন্দর মহলে!

ক্ষিতীন ॥ একটু দরকার ছিল। তুই এখানে কি করছিস্? পড়াশুনো নেই?

হিমাদ্রি ॥ আমি ওকে ডাকিয়েছি ক্ষিতীন। ওর সঙ্গে একটু প্রেম....

আনন্দ ॥ প্রেমেন মিত্তিরের 'সাগর থেকে ফেরা' বইটার আলোচনা করছিলাম—

ক্ষিতীন ॥ আচ্ছা তুই এখন যা।

আনন্দ ॥ আমি তবে যাই দাদু?

হিমাদ্রি ॥ এসো ভাই। দেখি ভেবে, ক্ষিতীনকে ঐ প্রেমেন মিত্তিরের বইটা পড়ান যায় কিনা? (আনন্দ চলে যায়) হ্যাঁ—বল কি বলবে?

ক্ষিতীন ॥ Machine shop-এর লোকগুলো ক্রমশঃই গোলমাল বাড়িয়ে তুলেছে। কিছু না বলে বলে ওরা একেবারে মাথায় উঠে গেছে। আজ production একেবারে nil বললেই চলে। এখুনি যদি একটা check না দেওয়া যায়—

হিমাদ্রি ॥ বেশতো, তোমায় বারণ করেছে কে? Factory'র সমস্ত ভারই তো আমি তোমায় দিয়েছি। আমি দেখতে চাই তোমার ability. তবে একটা উপদেশ শুধু মনে রেখ যে, দয়দহীন শাসন কখন কার্যকরী হয় না। আর জোর

করে নিজের বিশ্বাসটাই সব জায়গায় খাটাতে যেওনা—তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত তুমিই ঠকবে। এ সত্য আমি জেনেছি আমার নিজের জীবন দিয়ে।

ক্ষিতীন ॥ আমি কি তেমন কিছু করেছি ?

হিমাদ্রি ॥ সে কথা তো আমি বলিনি।

ক্ষিতীন ॥ তবে ?

হিমাদ্রি ॥ তবে মানে ? ও—জানতে চাও কেন এ কথা বললাম। ক্ষিতীন, আমি ভয় পাই। আমি নিজে যে ভুল করেছি সেই ভুলে আর....আচ্ছা যাক্ সে কথা....

ক্ষিতীন ॥ তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ দাদু। আমি জানি কি করে labour-দের নিয়ে চলতে হয়। তবে দাদু, তুমি শিখাকে একটু সাবধান করে দিও। ও আর আনন্দ কিছু staff কে এমন নাই দিচ্ছে যে তাদের control করাই মুস্কিল।

হিমাদ্রি ॥ মানে! শিখা আর আনন্দ নাই দিচ্ছে? তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা ক্ষিতীন ?

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ দাদু। ওদের যে সর্দার, সেই যে বুড়ো হরিপদ—ওর এ বাড়িতে যাতায়াত আছে। আর তোমার আদরের নাতি-নাতনী ওদের নতুন জীবনের পথ দেখাচ্ছে। এতেই তো ওরা আরও unmanagable হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান দাদু—সবকে ওদের ঐ বক্তৃতা দেওয়ার মুখটা আমি বন্ধ করে দিই। কতকগুলো loafer, কুকুর বেড়ালের মত যারা জন্মাচ্ছে আর মরছে—তারা আসে কিনা........

(কথার মাঝে শিখা এসে প্রবেশ করে)

শিখা ॥ তোমার মত মহামানবকে বাঁচার রীতি বোঝাতে! আশ্চর্য ওদের দুঃসাহস দাদা ?

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, দুঃসাহসই। এবং তুমিই তাদের আবার ভুলে দিচ্ছ। তাদের স্মরণ করিয়ে দিও যে ওরকম দু'চারটে জানোয়ারকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা আমার আছে।

শিখা ॥ (হেসে) রাগের মাথায় যে কথাগুলো বললে সেগুলো যেন পরে আবার মনে রেখনা—নইলে বিপদে পড়বে।

ক্ষিতীন ॥ বিপদ! ঘটাবে কে? ঐ অসভ্য জানোয়ারগুলো?

শিখা ॥ ঠিক তাই দাদা। অসভ্য কিনা, তাই সব রিপুকে সমানভাবে বশে আনতে এখনও তারা শেখেনি। তোমার ঐ মধুর ব্যবহারে যদি ক্রোধ নামক রিপুটা ওদের একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ওঠে—তবে তোমার এই স্বাস্থ্যে—অসুবিধা হতে পারে।

হিমাদ্রি ॥ না-না শিখা, এ তোমাদের অন্যায়। ওর কাজের মধ্যে তোমরা কেন interfere করো? আর ওটা গেল কোথায়?—এই রামা, ছোট বাবুকে ডেকে দেতো।

শিখা ॥ না দাদু—আমরা interfere কিছুই করিনি! শুধু দাদার কড়া মেজাজটাকে একটু নরম করতে বলেছিলাম। এটাই বা কি রকম mentality? যাদের পরিশ্রমে আমাদের সুখের বনিয়াদ তৈরী হচ্ছে, তাদের কুকুর বেড়াল মনে করা।

ক্ষিতীন ॥ ঘরে বসে বসে বক্তৃতা করা অনেক সহজ শিখা। কিন্তু ওদের mentality যদি জানতিস্, তাহলে এত সহজে একথা বলতে পারতিস্ না। কুকুর বেড়াল ওদের আমরা মনে করি না—মনে করিয়ে দেয় ওরা নিজেরা। Shop-এ যদি কোনদিন যাস্—তো দেখতে পাবি কি standard-এর লোক ওরা। মুখে কেবল মাইনে বাড়াও, এটা দাও, সেটা দাও অথচ কাজের দায়িত্ববোধ এতটুকু কারও নেই।

শিখা ॥ সে দায়িত্ববোধ জাগাবারও তো কোনদিন চেষ্টা করনি দাদা। শুধু লাল চোখ দেখিয়ে production বাড়াবার চেষ্টাই করে এসেছো এতদিন। কোনদিন বুঝতে দাওনি যে, একাজ তাদের—এই industry-র গৌরব তাদেরও অনেকটা। তাদের সুখ-সুবিধের দিকে কোনদিনও নজর দিয়েছো?

(আনন্দর প্রবেশ)

আনন্দ ॥ আমি তোর এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করি দিদিভাই। ওদের সুখ সুবিধে যদি না দেখবো, তবে workshop-এর ঠিক পাশেই তাড়িখানাটা খুলে দেব কেন? আর ঐ যে দাতব্য ডাক্তারখানা—সেও তো ওদেরই জন্যে। যেখানেই থাক, যে অসুখই হোক না কেন, company-র ডাক্তার certify না করলে ছুটি মিলবে না। আর যদিও বা ছুটি মেলে—মাইনে কিন্তু নৈব-নৈব চ।

হিমাদ্রি ॥ দাদু, আমি তোমাদের—শিখা আমি তোমাকেও বলছি, তোমরা এসব ব্যাপারে কোনরকম মাথা না ঘামালেই আমি সুখী হবো।

শিখা ॥ তোমাকে যতটা সম্ভব সুখী করবার চেষ্টা করবো দাদু। তবে সম্পূর্ণ না পারলে তুমি দুঃখ পেও না।

ক্ষিতীন ॥ তুই কি আমাদের সঙ্গে challenge করছিস্?

শিখা ॥ challenge নয় দাদা—বিনীত নিবেদন।

ক্ষিতীন ॥ অর্থাৎ তুই ওদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবি?

শিখা ॥ আমি তো তা বলিনি। নিজের সর্বনাশ নিজে করতে পারি? তবে কানাইবাবুর সঙ্গে যা করেছো, ওর কিছুই যাতে আর না করতে পার তার চেষ্টা করবো।

হিমাদ্রি ॥ কি—কানাইয়ের আবার কি হয়েছে?

আনন্দ ॥ তুমি জাননা! leath machine-এ ওর একটা আঙুল একেবারে কাটা গেছে। worker-রা তার compensation চেয়েছিল—দাদা উল্টে chargesheet দিয়েছে—negligence of duty বলে।

ক্ষিতীন ॥ Exactly. কাজের সময় অন্যদিকে মন থাকলে ওরকম তো হবেই। আর তার জন্যে তাকে explanation-ও দিতে হবে।

হিমাদ্রি ॥ Anything…তোমরা এ ব্যাপারে কিছু বলো আমি তা চাই না। এই আমার শেষ কথা—আশা করি মনে রাখবে। (প্রস্থান)

শিখা ॥ আর কি—দাদার চাবুক তো বোধ হয় এবার at random চলবে। দাদুর যখন প্রশ্রয় পেলে—

ক্ষিতীন ॥ তোর এই ism-এর মোহ তুই ছাড়। নিজের সর্বনাশ নিজে করিস না।

শিখা ॥ তোমার উপদেশটা আমি মানতে পারলাম না দাদা। আমার তো মনে হয়, তুমিই বোধ হয় ডেকে আনছো আমাদের সর্বনাশ। আমার অনুরোধ, তোমার কাজের পদ্ধতিটা একটু পাল্টাও—তাতে মঙ্গল হবে উভয় পক্ষেরই।

ক্ষিতীন ॥ তাহলে কি করতে হবে আমাকে এখন।

শিখা ॥ সাহেবী মেজাজটা কমিয়ে একটু বাঙালী হতে হবে, আর একটু ভদ্র।

ক্ষিতীন ॥ শিখা! তোর ঔদ্ধত্য ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

শিখা ॥ তুমি না বেড়ে উঠলে আমাকেও এতটা বাড়তে হতো না। যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। তবে labour staff-দের ওপর খুব সহজে তোমাকে অত্যাচার করতে দেবো না। কানাই-এর chargesheet তুমি withdraw করে নিও। আর ওর আঙুলটার জন্যে কিছু compensation দিয়ে দিও।

ক্ষিতীন ॥ No—never

শিখা ॥ বেশ। তবে কারখানায় কোন গণ্ডগোল হলে আমাদের আবার দোষ দিও না।

ক্ষিতীন ॥ তুই কি ভয় দেখাচ্ছিস্ আমাকে?

শিখা ॥ না—শুধু অনুরোধ করছি।

ক্ষিতীন ॥ তবে আমারও শেষ কথা শুনে নে। আমি যে ভাবে চলছি সেই ভাবেই চলবো। কোনও ভয়ে আমি আমার দায়িত্ব থেকে সরে যাবনা—তোরা চালিয়ে যা তোদের আদর্শের লড়াই,....ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছি। আজ কানাইকে আমি discharge notice দিয়েছি—আচ্ছা চলি। (প্রস্থান)

শিখা ॥ দাদা····তুমি···· (রতনের প্রবেশ)

রতন ॥ দিদিমণি !

শিখা ॥ কে ! ও রতন। হ্যাঁ—গিয়েছিলি তুই ?

রতন ॥ হ্যাঁ দিদিমণি। কিন্তু কোন খবর পেলাম না।

শিখা ॥ আশে-পাশে কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলি, কোথায় গেছে তাঁরা ?

রতন ॥ হ্যাঁ দিদিমণি—কিন্তু কেউ বলতে পারলে না।

শিখা ॥ ওঃ।—আচ্ছা তুই যা।

(অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়)

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[হরিপদর ঘর। দু'টি দরজা। মাঝেরটি অন্দর মহলে এবং ডানদিকের দরজাটি বাইরে যাতায়াতের জন্য। সদর দরজার বা দিক ঘেঁষে একটি জানলা—তা দিয়ে সদর রাস্তার কিছুটা অংশ দেখা যায়। জানলায় একটা জীর্ণ পর্দা ঝুলছে। ঘরের এক কোণে দেওয়ালে একটি দড়ি টাঙানো আর তাতে কিছু জামা-কাপড়। জানলা আর অন্দর মহলের দরজার মাঝখানে একটি তক্তপোশে অসুস্থ হরিপদ শুয়ে আছে। শিয়রের কাছে একটি ছোট Tablo-এর ওপর একটি টাইম্‌পিস আর কিছু ওষুধ-পত্তর ইত্যাদি। রমা ঘরে ঢুকে ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি একদাগ ওষুধ বাবাকে খাইয়ে, কাপটি ধুয়ে রেখে বাবাকে হাওয়া করতে থাকে।]

হরি ॥ মা—কটা বাজলো রে ?

রমা ॥ সওয়া ছটো—কেন বাবা ?

হরি ॥ ও। এতক্ষণে কারখানার সব চলে গেছে না ? আজও একবার যেতে পারলাম না।

রমা ॥ এই জ্বর নিয়ে কি করে যায় লোকে ?

হরি ॥ কিন্তু ডাক্তারকে দেখানোর জন্মেও তো একবার যাওয়া উচিত। নইলে যে without-pay হবে।

রমা ॥ কেন, রমেশ ডাক্তার দেখছে—ওর certificate দিলেই তো হবে।

হরি ॥ না-না—ওর certificate-এ হবেনা। company-র আইন, তাদেব ডাক্তার certify না করলে হবে না।

রমা ॥ বাবে,—সে কি অন্যায় ?

হরি ॥ অন্যায় ? সংসারে এমন অনেক অন্যায় আছে মা—যা আমরা দেখি, শুনি, বুঝি—কিন্তু আবার তা মেনে নি। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় অন্যায় আমাদেব বেঁচে থাকা। সেই অন্যায়েব জন্য আজ আমাদেব সমস্ত কিছু মেনে নিতে হয।

বমা ॥ আচ্ছা, তুমি একটু চুপ করে থাকো বাবা।

[বাইবে থেকে গণ্ডগোল ভেসে আসে]

হরি ॥ কে বে ?—গণ্ডগোল····দেখতো কাবা আসছে ?

(৫।৬ জনেব প্রবেশ)

হরি ॥ কি ব্যাপাব, তোমবা সব সদলবলে ?

বৈদ্যনাথ ॥ হবিদা, সর্বনাশ হয়েছে। কানাইকে আজ discharge notice দিয়েছে !

হবি ॥ এঁ্যা—সে কি ?

সান্টু ॥ হ্যাঁ—এবাব বল তুমি, কি কববো ?

হরি ॥ আমি আর কি বলবো ! এতো হবে আমি জানতাম। তখনই পই পই করে বলেছিলাম—ওরে তোরা সাইধান হ—আয একটা union করি—না যে যার বুঝ্ বুঝলো····union কবলে চাকরী যাবে। এখন তোদের কে আটকাবে ? যাচ্ছেনা চাকরী ? আরে মুখ বুজে যদি সহ্য করতে না পারিস্ তাহলে চাকরী তো যাবেই—সে তোরা union করিস্ আর না করিস্।

বৈদ্যনাথ ॥ সে তো যা হবার হয়েছে, এখন কি করি ?

হরি ॥ (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে) কি করবি আবার—বসে বসে শুধু দেখ। আজ কানাইয়ের চাকরী গেছে, কাল তোর যাবে, পরশু আমার···· আবার নতুন লোক আসবে, ওদের production ঠিক বেড়ে যাবে—কিন্তু আমরা চিরদিন শুধু মার খেয়ে যাব····যতদিন না নিজেরা এক হবো। (অস্বাভাবিক জোরে) এই কানাই, আশা করেছিল Foreman হবে····এ···

জামাল ॥ হরিদা, এখন ছেড়ে দাও সে সব কথা। একটা পথ তো বাতলাতে হবে।

ভবত ॥ কি করবে এখন তাই ঠিক কর।

কানাই ॥ নইলে একেবারে মারা যাবো হরিদা।

হরি ॥ বেশ—এক কাজ কর তোরা। যা স্যার হিমাদ্রিশেখরের কাছে— আচ্ছা দেখতো আমার গায়ে জ্বর আছে কিনা ?

বৈদ্যনাথ ॥ হ্যাঁ, তা তো বেশ আছে। তুমি বল—আমরা যাই।

হরি ॥ হ্যাঁ, সবাই মিলে যাবি—সবাই, আর········

কানাই ॥ না, না, সবাই গেলে কোন কাজ হবে না। তুমি যদি একবার কষ্ট করে শিখাদেবীর কাছে যেতে হরিদা।

রমা ॥ তুমি কি পাগল হয়েছো কানাইদা। বাবা আজ তিন দিন ধরে জ্বরে উঠতেই পারছে না।

বৈদ্যনাথ ॥ না-না, হরিদার গিয়ে কাজ নেই। আমরাই যাই বরং।

কানাই ॥ (ইতস্তত করে) তবে—আমি একবার একলা গিয়ে দেখি।

হরি ॥ এ্যাঁ—ও—বেশ—তবে তাই গিয়ে দেখ্।

(কানাইয়ের প্রস্থান)

হরি ॥ দেখলি, বিশ্বাস করতে পারলনা যে আমরা সবাই মিলে ওর পেছনে দাঁড়াবো। এই তো, এদের জন্তেই তোরা আবার ছুটে এসেছিস ! করিস্

না—ও ভুল করিস না—তোরাও মরবি তবে। আরে যে কদিন পারিস চোখ কান বুজে সব সহ্য করে যা।

বৈদ্যনাথ ॥ না হরিদা, আজ আমরা শুধু ওর জন্যেই আসিনি। Manager-এর জুলুম দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এর একটা বিহিত করতেই হবে। আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, সব রাজী আছে। এবার একটা union করো।

হরি ॥ (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) বেশ—তোরা আজ যা—দেখি, আমি একটু ভেবে দেখি।

বৈদ্যনাথ ॥ বেশ—তুমি বরং এখন শুয়ে পড।

(অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়)

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[স্যার হিমাদ্রিশেখরের Drawing-room. একটি সোফায় বসে শিখা কি যেন লিখছে—কানাই ঘরে ঢুকেই গলা খাঁকারি দেয়]

শিখা ॥ (মাথা না তুলে) গিয়েছিলে রতন ?

কানাই ॥ আজ্ঞে আমি কানাইচরণ—

শিখা ॥ কে ? ও আপনি, বসুন।

কানাই ॥ (বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে) আমাকে আবার 'আপনি' করে বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন। তুমি করেই বলবেন—আপনারা অন্নদাতা—

শিখা ॥ দেখুন কানাইবাবু, যে লোকগুলোর শিড়দাঁড়া ভাঙা—আমি তাদের খুব পছন্দ করি না। আমার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন। হ্যাঁ-বলুন, কি বলতে চান ?

কানাই ॥ আমার দরকার ছিল ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে।

শিখা ॥ ও। বসুন আপনি, আমি ডেকে দিচ্ছি। (বাইরে থেকে এসে আনন্দ ওপরে উঠে যাচ্ছিল) এই যে আনন্দ, তুই ভেতরে যাচ্ছিস্ ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ—কেন ?

শিখা ॥ একটু দাদাকে ডেকে দে তো। বল, কানাইবাবু এসেছেন।

আনন্দ ॥ আচ্ছা— (প্রস্থান)

কানাই ॥ বড়বাবুর শরীর শুনেছি খারাপ যাচ্ছে—এখন ভাল আছেন তিনি?

শিখা ॥ হ্যাঁ—ভাল আছেন।

(ক্ষিতীনের প্রবেশ)

ক্ষিতীন ॥ কি ব্যাপার কানাই, ওদিককার খবর সব ভাল?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে shop-এর লোকেরাই যা একটু গণ্ডগোল করছে। আজ একটা মিটিং হয়ে গেল আবার।

ক্ষিতীন ॥ মিটিং—কিসের?

কানাই ॥ ঐ নতুন union করার।

ক্ষিতীন ॥ কি ঠিক হল?

কানাই ॥ একদল লোক খুব ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে, যাদের খেয়ে আমরা মানুষ হচ্ছি—তাদের পেছনে লাগাটা অধর্ম হবে।

ক্ষিতীন ॥ Exactly—হ্যাঁ, আর কি বলছে তারা?

কানাই ॥ আর বলছে—আমাদের যদি কোন অসুবিধে হয়, আমরা মালিকের কাছে তা বুঝিয়ে বলবো, মিনতি করবো। তা হলে নিশ্চয়ই তারা শুনবে।

শিখা ॥ যেমন এতদিন শুনে আসছে—

ক্ষিতীন ॥ ও লোকগুলোর নাম আমায় দিও। আমি দেখব যদি তাদের কিছু করে দিতে পারি। হ্যাঁ—তারপর কি ঠিক হল?

কানাই ॥ কিন্তু অপর পক্ষ এ শুনে ক্ষেপে উঠেছে। তারা বলছে, ভিক্ষে করে হয়ত কোন রকমে বাঁচা যায়, কিন্তু মানুষের মত বাঁচা যায় না। আর যা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য তা আমরা পাব নাই বা কেন?

ক্ষিতীন ॥ হুঁ—ওদের মাতব্বরটি কে? ঐ হরিপদ বুঝি?

কানাই ॥ (খুবই উৎসাহে) আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ ওরা সব বোঝাচ্ছে। আর ওর কতকগুলো চেলা আছে—বৈদ্যনাথ, দুলাল, সান্টু—

ক্ষিতীন ॥ আচ্ছা, তুমি এখন যাও কানাই। কাল অফিসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো।

কানাই ॥ আচ্ছা-স্যার, নমস্কার। (প্রস্থান)

ক্ষিতীন ॥ (ব্যঙ্গস্বরে) এই যে—তোদের সর্বহারা মানুষের দল। এদের জন্যই তোরা আবার বড় বড় কথা বলিস। দেখলিতো, নিজের স্বার্থের জন্য কতকগুলো সহকর্মীর কেমন সর্বনাশ করে গেল। একে তুই কি বলিস? জনগণ—জনগণেশ—

শিখা ॥ আমার বলার কিছু নেই দাদা। শুধু ভাবছি তুমি কতটা নীচে নেমে গেছ!

ক্ষিতীন ॥ নীচে নেমে গেছি! What do you mean?

শিখা ॥ নিজের স্বার্থের জন্যে, profit-এর অংশ বাড়াবার জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে দালাল নিযুক্ত করতেও তোমার রুচিতে একটুকু বাধলোনা।

ক্ষিতীন ॥ কানাইকে দালালী করতে আমি বলিনি, ও নিজের থেকে এ কাজ বেছে নিয়েছে—

শিখা ॥ Promotion-এর লোভে। আর তার আশ্বাস দিয়ে তুমিই তাকে indirectly প্রশ্রয় দিয়েছ দালালী করার জন্য। আশ্চর্য! একটা লোককে পেটে মেরে, ভাতের ভয় দেখিয়ে, তার মনুষ্যত্ব পর্যন্ত কিনে নিলে! আদর্শ capitalist তুমি। (দাদু ও আনন্দের প্রবেশ)

হিমাদ্রি ॥ এ দুটোতে দেখা হলেই খালি তর্ক, বুঝলি দাদু। এছাড়া যেন আর কোন কিছু করার নেই জীবনে। খালি কতকগুলো চোখা-চোখা বড় বড় কথা। দিদিভাই, ও ism ছাড়াও জীবনে অনেক কিছু করার আছে। কার্ল মার্কস, লেনিন্, ষ্টালিন এদের নিয়েই জগত নয়—এছাড়াও আছে স্বামী-চণ্ডীদাস, কবি বিদ্যাপতি, লছমীবাঈ,—যাঁরা প্রেমের জন্য ত্যাগ করেছিলেন

অনেক কিছু। তোর এই বয়স দিদিভাই—তোর কি সাজে ism নিয়ে মাথা ঘামানো। (কথার মাঝে ক্ষিতীন আস্তের ওপর উঠে চ'লে যায়—চোখে-মুখে তার বিরক্তির ছাপ)

শিখা ॥ কি করব দাদু—ওর জন্য যে মনের দরকার তাই যে মেলে না।

হিমাদ্রি ॥ কেন?—সব কি একেবারে দেউলে?

শিখা ॥ সব দাদু। সব মনগুলোই যে আজকে পেটের চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছে!

হিমাদ্রি ॥ ঐ ঘুরে ফিরে সেই এক কথা। বেশ, আমি এবার তার বিহিত করব।

(রতনের প্রবেশ)

শিখা ॥ এই যে রতন, গিয়েছিলি তুই?

রতন ॥ হ্যাঁ, দিদিমণি—সেই তালা ঝুলছে।

শিখা ॥ সে কি! গেল কোথায়—আচ্ছা তুই যা। (রতনের প্রস্থান)

হিমাদ্রি ॥ কি ব্যাপার দিদিভাই! এ যেন কেমন কেমন ঠেকছে। এ তো ঠিক ism নয়। কেমন যেন রামী-চণ্ডীদাসের গন্ধ পাচ্ছি!

শিখা ॥ না-দাদু, ইয়ার্কি নয়। তুমি বুঝতে পারছ না—

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝতে পারছি—খুব serious ব্যাপার! তা বল তবে—

শিখা ॥ আঃ, তুমি খুব বিরক্ত করছ দাদু! শোন না আগে কথাটা—

হিমাদ্রি ॥ বেশ বল।

আনন্দ ॥ দিদিভাই, short cut-এ বলিস, আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না।

শিখা ॥ সিমলা স্ট্রীটে মা'র এক বন্ধু থাকেন, বুঝলে?

হিমাদ্রি ॥ শিবানীর বন্ধু!

শিখা ॥ হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী মিত্তির—প্রফেসার মিত্তিরের স্ত্রী। গত বছর মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আমি মাঝে মাঝে মা'র কথা মত যেতাম, প্রফেসার মিত্তিরের খুব অসুখ ছিল কিনা—দেখতে। তা আজ ছ'মাস ধরে ওদের আর কোন খোঁজ পাচ্ছিনা। হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি

তালা বন্ধ। আশে-পাশে কেউ বলতে পারল না কোথায় গেছে। এদিকে মা খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে। আর ওনার ছেলেটিও এমন—এতদিন পর্যন্ত কোথায় গেল সব একটা খোঁজ পর্যন্ত দিল না মাকে। —এখন কি করি বলত ? ও দাদু—দাদু—

হিমাদ্রি ॥ এঁ্যা—

শিখা ॥ কি ভাবছিলে ?

হিমাদ্রি ॥ না-না—কই কিছু নয় তো। আচ্ছা তোরা বস্ দিদিভাই, আমি ভেতরে যাই—শরীরটা আবার যেন কেমন লাগছে—মাথাটা—

আনন্দ ॥ সে কি pressure-টা আবার বাড়ল নাকি ? চল আমি পৌছে—

হিমাদ্রি ॥ না-না—ও কিছু নয়—আচ্ছা আয়—আয় দিদিভাই—

(শিখা এবং আনন্দর কাঁধে ভর দিয়ে হিমাদ্রিশেখব ভেতরের দিকে যেতে থাকে—অন্ধকারের মাঝে মঞ্চও ঘুরে যায় ।)

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[প্রলয়ের ঘর। সারা ঘরে একটা অ-গোছালো ভাব। প্রফেসার মিত্তিরের ছবিতে একটি শ্বেত পুষ্পের মালা। প্রলয় ব'সে কি যেন ভাবছে—অলক এসে কথা সুরু করে।]

অলক ॥ কিরে—অমন গোমরামুখো হয়ে বসে আছিস ?

প্রলয় ॥ আজও তো কোথাও থেকে উত্তর এল না। এতগুলো application করলাম—দিন পনেরো থেকে ঘোরাঘুরিও তো কম করলাম না। কি যে করি এ অবস্থায় !

অলক ॥ এত অল্পে ঘাব্ড়াস কেন ? চেষ্টা কর্, একটা কিছু হবেই। ওটা লেখা শেষ হল ?

প্রলয় ॥ হ্যাঁ। এটা নিয়ে যা, আর Income tax office-এর application-টা কাল drop করবো।

অলক ॥ বেশ, দে ওটা। আর দেখ—সব সময় বাজে চিন্তা করবি না। বিপদ লোকের চিরদিন থাকেনা। আচ্ছা এটা আমি drop করে আসি।

প্রলয় ॥ আয়। (প্রলয় application লিখতে সুরু করে—অলক চলে যায়)

(কিছু পরে শিখার প্রবেশ)

শিখা ॥ উঃ—খুব ভাগ্যি আমার, শেষ পর্যন্ত দেখা মিললো।

প্রলয় ॥ আরে! এস—এস, বস। কেমন আছ?

শিখা ॥ থাক্, আব আন্তরিকতা দেখাতে হবে না। আচ্ছা, আপনার আক্কেলটা কি বলুন তো? একটা চিঠি দিয়ে অন্ততঃ খবর তো দিতে হয়—কোথায় আছেন, কেমন আছেন। মা এদিকে দু'মাস ধরে কি ভাবে যে দিন কাটাচ্ছেন তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তা কোথায় গিয়েছিলেন শুনি?

প্রলয় ॥ Benaras-এ।

শিখা ॥ ও, খুব বেড়িয়ে এলেন—তা এলেন কবে?

প্রলয় ॥ তা আজ প্রায় দিন ষোল হোল।

শিখা ॥ দিন ষোল! অবিশ্যি আমরাও একটু বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। দাত্বর শরীরটাও খুব খারাপ। তাই এ কদিন কাউকে পাঠাতে পারিনি কাল রতন গিয়ে বললো বাড়ি খোলা দেখে এসেছে। আচ্ছা, মাসীমার সংগে দেখা করে আসি।

প্রলয় ॥ বস। মা এখুনি চা নিয়ে আসবেন—

শিখা ॥ না-না, এসে আমায় বসে থাকতে দেখলে দুঃখ পাবেন। আমি দেখা করে·······(যেতে গিয়ে থমকে যায়) কে?

(ইন্দ্রাণীর প্রবেশ—পরনে সাদা থান।)

ইন্দ্রাণী ॥ কখন এলে মা?

শিখা ॥ মেসোমশাই—কই আপনি তো এসব কিছু····

ইন্দ্রাণী ॥ বলেনি বুঝি ? আর কিই বা বলবে বল ? তুমি বস, আমি তোমার চা-টা নিয়ে আসি— (প্রস্থান)

শিখা ॥ সত্যি, আমি না বুঝে ব্যথা দিয়েছি—

প্রলয় ॥ না-না ব্যথা কি শিখা ! নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলে তোমাকে আর প্রথমটা কষ্ট দিতে চাইনি—তাই বলিনি ।

শিখা ॥ কবে বাবা গেলেন—এখানে, না কাশীতে—

প্রলয় ॥ এখানে । গত মাঘ মাসে । তারপরেই মা আর এখানে থাকতে চাননি । এ কদিন যে কি ভাবে আমাদের গেছে—আর এখনই বা যে কি করি বুঝতে পারছিনা । (কথার স্বরে একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে)

শিখা ॥ ভয় কি ! আবার সব ঠিক হয়ে যাবে । তুমি শুধু তোমার মনটাকে ঠিক কর ।

প্রলয় ॥ (আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময়ে) শিখা—তুমিও আমার দুঃখের সংগে নিজেকে জড়াতে চাইছ ?

শিখা ॥ এটাকে কিন্তু বিলাস মনে করনা ।

প্রলয় ॥ কি অদ্ভুত দেখ শিখা—দুনিয়ার কি বিচিত্র নিয়ম—একদিকে হারানোর ব্যথা-বেদনা, আর একদিকে পাওয়ার কি বিচিত্র আনন্দ ! কিন্তু শিখা, এই পাওয়াতেও তো আনন্দ করতে পারছি না—আমার গলা দিয়ে তো কই সে স্বর বেরোচ্ছেনা ।

শিখা ॥ নাই বা বেরুলো, ক্ষতি কি ? আর তোমার পাওয়ার চেয়ে হারানোর পরিমাণ যে বেশী । তোমার শিক্ষা-দীক্ষা-আনন্দ-উল্লাস—সব কিছুর মধ্যেই যে এতদিন তিনি মিশে ছিলেন ।

প্রলয় ॥ আজ বার বার কিন্তু বাবার কথাই মনে পড়ছে । শিখা—মনে হচ্ছে শুধু তাঁর কথাই বলি তোমার কাছে ।

শিখা ॥ বেশতো বলনা । আমারও তো জানতে ইচ্ছে করছে ।

প্রলয় ॥ জানো শিখা—বাবার যেন একটা প্রচণ্ড অভিমান ছিল কারও ওপর—অনেক চেষ্টা করেও আমি সেটা বুঝতে পারিনি। শুধু মারা যাবার আগের দিন আমাকে বলে গেছেন যে, কখনও যেন কোনও সংস্কারকে জীবনের চেয়ে বড় মনে না করি।

শিখা ॥ হঠাৎ এ কথা বললেন ?

প্রলয় কি জানি কেন! আমিও তা বুঝতে পারিনি। শুধু কি এ কথাই—তাঁর অনেক কথাই আমি বুঝতে পারিনি। বাবার ওপরটা দেখে বোঝা যেতনা ভেতরের মানুষটাকে। ভেতরে ভেতরে তিনি যেন সারা জীবন পুড়ে গেছেন কিসের দুঃখে—শিখা, জীবনে আমি বাবার চোখে কোন দিন জল দেখিনি, তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ—কিন্তু মারা যাবার আগে সে কি কান্না—সে যদি তুমি দেখতে শিখা—অসহায় শিশুর মত সে কান্না যেন এখনও আমার কানে বাজছে—আমি এক মুহূর্ত্তও চুপ করে থাকতে পারিনা। শিখা—সব সময় মনে হয় চার পাশ থেকে কারা যেন কাঁদছে—কারা যেন আমায় ঘিরে—

(কান্নায় গলা ধরে আসে)

শিখা ॥ আঃ চুপ কর একটু—তোমার এ অবস্থা মা দেখলে, তাঁর কি অবস্থা হবে বল তো—চোখ মোছ—

(ইন্দ্রাণীর প্রবেশ)

ইন্দ্রাণী ॥ এই নাও মা—চা-টা খেয়ে নাও—প্রলয় বুঝি কাঁদছিল ? বোকা ছেলে। তুই না পুরুষ মানুষ! কেঁদে কি ফিরে পাবি তাঁকে। আমি সহ্য করতে পারছি আর তুই পারবিনা—

প্রলয় ॥ মা—আর আমার চোখে জল দেখবেনা মা—কিন্তু আমি যে পারিনা মা—আমি পারিনা—এক মুহূর্ত্তও আমি না ভেবে থাকতে পারিনা—।

(মার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে)

ইন্দ্রাণী ॥ খোকা—চুপ কর—চুপ কর। ছাড়, আমি যাই, আহ্নিকটা সেরে আসি। (প্রস্থান)

শিখা ॥ তুমি একটু স্থির হয়ে বস।

(অলকের প্রবেশ)

অলক ॥ আরে, আপনি কখন এলেন—

শিখা ॥ এইতো এখুনি—এসে শুনলাম—

অলক ॥ হ্যাঁ, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একি! ও, তুই বুঝি আবার কাঁদতে শুরু করেছিস্—

শিখা ॥ দেখুন দেখি, কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছিনা—

অলক ॥ হতভাগা, কেঁদে কেঁদে এর কিছু সুরাহা করতে পারবি? নে চোখ মোছ ভালকরে—নে মোছ—

প্রলয় ॥ নারে ঠিক আছে। তারপর—application তো একটার পর একটা ছাড়া হল, এবার?

অলক ॥ হ্যাঁ- একটা কিছু হবেই। তবে খুব শিগ্গীরই—

প্রলয় ॥ হবে বলে মনে হচ্ছেনা। কিন্তু এরপর সংসার চলবে কি করে?

অলক ॥ না—চেষ্টা আমাদের করতে হবে—

প্রলয় ॥ তার কি কিছু কসুর হয়েছে? কিন্তু মিলছে কই—কোথাও যেতে তো আর বাকী রাখলাম না—

শিখা ॥ আমি কিন্তু খোঁজ দিতে পারি একটা, তবে তুমি তা করবে কিনা—

অলক ॥ তুমি! ও-হো-হো-প্রলয়, কি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার করে ফেলেছিস— এদিকে তুই—দাঁড়া, দাঁড়া—

প্রলয় ॥ কি হল?

অলক ॥ দাঁড়া-দাঁড়া, আগে হৃদয়ঙ্গম করে নি ব্যাপারটা—

প্রলয় ॥ ইয়ার্কি রাখিস্না—একটা কাজের কথা হচ্ছে।

অলক ॥ চুপ কর উল্লুক—কাজের কথা হচ্ছে! এক থাপ্পর মেরে তোমার আমি সমস্ত কাজ ঘুচিয়ে দেবো। গর্দ্দভ কোথাকার! হুঁ—ডুবে ডুবে তুম জল খাতা হ্যায়—

প্রলয় ॥ আঃ Please অলক !

অলক ॥ তোব Please-এর নিকুচি করেছে। শিখা দেবী, কিছু ছাড়ুন তো আগে, মিষ্টি মুখ করে নি—ওকেও ভক্ দিতাম—তবে এখন ওব অবস্থাটা একটু কাহিল—নিন ছাড়ুন।

শিখা ॥ (হেসে ফেলে) আচ্ছা এই নিন।

অলক ॥ দিন, চিনিব বলদ আছি—আবার আমি ছুটি দোকানে—তা শিখা দেবী, এই পাগলা গাবদেই শেষ পর্যন্ত—

প্রলয় ॥ আঃ কি হচ্ছে।

অলক ॥ তোমার মাথা হচ্ছে, মুণ্ডু হচ্ছে—বেশ কবব। এখন আমি গলা ফাটিয়ে গান কবব, তোব তাতে কি !

প্রলয় ॥ তোব যা ইচ্ছে কব—তবে দোকানে যেতে যেতে—

অলক ॥ উত্তম—আ—আ—পাগলা মনটাবে তুই বাধ—

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

প্রলয় ॥ একেবারে পাগল—

শিখা ॥ তাই বোধ হয় খাঁটি মানুষ।

প্রলয় ॥ জহরী জহব চিনেছে। যাক, তোমাব সে কি চাকরীর কথা বলছিলে ?

শিখা ॥ হ্যাঁ ! একটা factory-তে। Labour-দের নিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রলয় ॥ Labour-দেব সংগে ! না-না, আমি তা পাববো না।

শিখা ॥ কেন, ওরা কি মানুষ নয় ?

প্রলয় ॥ মানুষ-অমানুষেব প্রশ্ন নয়। কিন্তু বড় নোংরা ওদের জীবন শিখা, বড় কুৎসিত ওদের দৃষ্টিভঙ্গি—অশিক্ষা আর দৈন্য ওদের বীভৎস করে রেখেছে।

শিখা ॥ বেশ তো, ওদের মানুষ করার চেষ্টা কর।

প্রলয় ॥ আমি তো কোন mission নিয়ে যাবোনা factory-তে—যাবো অন্ন-সংস্থানের জন্য। আর মালিক পক্ষই বা আমাকে দেবে কেন শিখা ওসব করতে।

শিখা ॥ তোমার মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনবো বলে আশা করিনি। দেখ প্রলয়, আমি স্বীকার করি অশিক্ষা একটা ভীষণ অভিশাপ। আর এই অভিশাপের জন্যেই আজ এক শ্রেণীর লোক মুমূর্ষুর মত বেঁচে রয়েছে। ওদের জন্যই আজ আমাদের কাজ করতে হবে। আজ শুধু শিক্ষার অহমিকা নিয়ে কারও কোন অধিকার নেই দূরে সরে থাকবার। না তোমার, না আমার। প্রলয়, আমার অনেক দিনের সাধ তুমি সফল কর।

প্রলয় ॥ কিন্তু শিখা তা সম্ভব নয়। ওদের মাঝে গিয়ে ওদের তুলে আনা সম্ভব নয়, বরং নিজেকেই নীচে নেমে যেতে হয়। তুমি জান না, স্বার্থ আর লোভ ওদের কেমন অন্ধ করে রেখেছে।

শিখা ॥ আমি জানি। আর আমাদের দায়িত্ব তাদের ভুল ভাঙাবার। যদি আমরা সফল নাও হই, আগামী দিনের কর্মীরা নিশ্চয়ই সার্থক হবে। তুমি এ কাজ নাও।

প্রলয় ॥ হুঁ—পারবো কিনা শেষ পর্যন্ত বলতে পারিনা। তবে—যাই হোক, কিন্তু চাকরীটা যে হবেই তার কি মানে আছে।

শিখা ॥ সে দায়িত্ব আমার। তুমি একটা application আমার হাতে দিয়ে দাও। তবে সেখানে গিয়ে আমার বিষয় কিছু বলনা বা জিজ্ঞেস করনা। নাও, draft কর।

প্রলয় ॥ কেমন adventurous মনে হচ্ছে—যাক্, বল address টা—

শিখা ॥ To The General Manager, Mukherjee Works,....

(সংলাপের মাঝেই মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হ'য়ে ঘুরে যাবে।)

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

(রায়বাহাদুরেরর সেই একই Drawing room. শিখা বসে বসে সঞ্চয়িতা পড়ছিল। হিমাদ্রিশেখর ঘরে ঢুকল—সঙ্গে রতন)

হিমাদ্রি ॥ কি হচ্ছে দিদিভাই ? একমনে কার চিন্তায় মগ্ন !

শিখা ॥ একি তুমি নীচে নেমে এসেছ ? এস দাদু। একটা বই পড়ছিলাম—আজ কেমন আছ ?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ, অনেকটা ভাল। নইলে কি নীচে নামতে পারি ? রতন, তুই বড় দাদাবাবুকে একটা খবর দে। (রতনের প্রস্থান) তা দিদিভাই ; একটা গান শুনোবি ! অনেকদিন একটা ঘরে আটকে থেকে থেকে মনটা একেবারে ফসিল হয়ে গেছে। তা গা না দিদিভাই !

শিখা ॥ এই তো সব চেয়ে বড় বিপদে ফেললে দাদু। ওটা যে আমার একদম হয় না। একবার নাকি গেয়েছিলাম ছোটবেলায়—সে তো তোমরাই বল শুনি—আনন্দ তখন কোলে—আমার গান শুনে নাকি ও আঁৎকে উঠেছিল। তিনদিন নাকি ওকে কেউ দুধই খাওয়াতে পারেনি। তারচেয়ে এক কাজ কর—একটা কবিতা শোনাই—শোন।

হিমাদ্রি ॥ অগত্যা। তবে একটু সুর দিয়ে বলিস কিন্তু।

শিখা ॥ আচ্ছা শোন। (আবৃত্তি)

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,—
সুন্দর হল সে।

তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য।
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,—
না, না, না,
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে॥
একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ॥

পণ্ডিত বলছেন,—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীব পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তাব সাগরে পর্বতে;
মর্ত্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে

দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর",
"আমি ভালোবাসি"।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে—
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন
"কথা কও, কথা কও",
বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর",
বলবেন "বলো, আমি ভালবাসি" ?

হিমাদ্রি ॥ বাঃ সুন্দর। তুই দিদিভাই সত্যিই সুন্দরের পূজারী। অদ্ভুত—অপূর্ব্ব তোর দরদভরা সুর। তাইতো মাঝে মাঝে মনে হয় শিখা—যারা সুন্দরের পূজারী, তারা তো কখনও অসুন্দরকে সমর্থন করে না। জীবনকে তারা ভালবাসে—ভালবাসে তারা প্রতি জীবের সৌন্দর্যকে। কোন অন্যায় হয়তো তাই তারা বরদাস্ত করতে পারে না। তাই তো মনে হয়, আমরা হয়তো ভুলই করছি। ক্ষিতীনের Policy, আমার মনোবৃত্তি হয়তো ধ্বংস করছে অনেক সুন্দরকে—হত্যা করছে আগামী দিনের অনেক সুন্দর সম্ভাবনাকে। তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি—সত্যিই কি তারা অন্যায় করেছিল ?—না আমার আভিজাত্যের দম্ভ—

শিখা ॥ দাদু—দাদু।

হিমাদ্রি ॥ এঁ্যা—ও।

শিখা ॥ তুমি কি বলছ দাদু—কি হয়েছে ?

হিমাদ্রি ॥ (আত্মস্থ হ'য়ে) এঁ্যা—না না—তুই আমাকে কবি ক'রে তুলেছিলি। আর খুব দুর্বল—এ্যাদ্দিন ভুগে উঠলাম। কবিত্ব—ওসব দুর্বলের জন্যে—

মেয়েদের জন্যে। স্যার হিমাদ্রিশেখর মুখার্জীর দুর্বলতা? হঃ হাঃ-হাঃ—

শিখা ॥ দাদু—দাদু।

(ঠিক এই সময়ে ক্ষিতীন ঘরে ঢুকে ডাক দেয়—দাদু)

হিমাদ্রি ॥ এ্যা—হ্যাঁ। এই যে এস ভাই। ওঃ খুব বাচালে। তোমার দাদু—স্যার হিমাদ্রিশেখর মুখার্জী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। হ্যাঁ, তারপর বল তোমার recent development কি?

ক্ষিতীন ॥ Nothing. তবে তোমার ঐ recent recruitment-এ একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।

হিমাদ্রি ॥ ভুল! আমার ভুল হয়েছে?

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ দাদু। ঐ যে A. L. W. I. প্রণয় মিত্তির, ওর movement-টা আমার খুব ভাল লাগছে না।

হিমাদ্রি ॥ প্রণয়—মানে—ওহো শিখা যাকে recommend করেছিল।

ক্ষিতীন ॥ শিখা recommend করেছিল। আর তুমি তাকেই appointment দিলে? কই আমাকে তো আগে এ বিষয়ে কিছু বলনি।

শিখা ॥ খুব ভুল হয়ে গেছে দাদা। তা বেশতো। retrenchment টা তো তোমার হাতে, ভুলটা শুধরে ফেললেই পার।

ক্ষিতীন ॥ Thanks.

হিমাদ্রি ॥ কিন্তু কি করেছে সে শুনি?

ক্ষিতীন ॥ Labour-দের welfare এর জন্য সে যে সব ফিরিস্তি দিচ্ছে তাতে আমাদের বহু খরচ হয়ে যাবে। এ সময়—market যখন এমন dull যাচ্ছে, তখন কি establishment-টা আর বাড়ানো ঠিক হবে?

শিখা ॥ সেটা তো ওর দেখার কথা নয়। A. L. W. I. is to see the welfare of labour. He is not concerned with your establi hment or so and so.

ক্ষিতীন ॥ Certainly. He is to see. He is being paid by us—

শিখা ॥ For labour's welfare, isn't it ?

ক্ষিতীন ॥ তুই থাম্ ! তুই এসব বুঝবি না।

শিখা ॥ ঐ তোমার দোষ দাদা। সত্যি কথা শুনলেই তুমি রেগে ওঠ। বেশ, তোমরা যত পার policy নিয়ে মাথা ঘামাও, আমি চলি—

(শিখার প্রস্থান)

ক্ষিতীন ॥ দাদু, তোমার কথাতেই আমি শিখাকে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু ক্রমশঃই ও বেড়ে যাচ্ছে। তুমি জান না—ওকে এখন সাবধান না করে দিলে শেষে বিপদ দেখবে ঠিক ওর দিক থেকেই আসবে।

হিমাদ্রি ॥ একটা মেয়েকে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভয় করতে হবে !

ক্ষিতীন ॥ ভয় তো ওকে করি না—করি ওর ideas-গুলোকে। আর ক্রমশঃই ও সেগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কারখানার ভেতরে।

হিমাদ্রি ॥ কারখানার ভেতরে ? কেন, ওর সঙ্গে কি কারও direct touch আছে ?

ক্ষিতীন ॥ সে আমি এখনও বুঝতে পারছি না। তবে তুমি যখন এখন বললে যে শিখার recommendation-এই প্রলয়কে appointment দিয়েছো—আর তার যা activities দেখছি workshop-এ, তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে something is in the offing.

হিমাদ্রি ॥ (চাপা উত্তেজনায়) Is it ? ও বেশ ! আমিও দেখতে চাই ওদের দুঃসাহসের দৌড় কতখানি ! ওদের জানিয়ে দিও যে ওদের challenge আমি accept করলাম। আর ঐ প্রলয় মিত্তির—ওকে আমার সঙ্গে কাল একবার দেখা করতে বল।

(আনন্দ প্রলয়কে নিয়ে ঘরে ঢোকে)

আনন্দ ॥ আসুন-আসুন, এই তো দাদা আছেন এখানে।

ক্ষিতীন ॥ কে? আরে প্রলয় বাবু যে, আসুন। দাদু, এর কথাই তো বলছিলাম। বসুন আপনি প্রলয়বাবু। ইনি আমার দাদু—স্যার হিমাদ্রিশেখর মুখার্জী।

প্রলয় ॥ ও—নমস্কার।

হিমাদ্রি ॥ দেখ—তোমার চেয়ে বয়সে বোধহয় আমি অনেক বড়। হাত তুলে নমস্কারটা—একটু অশোভন হ'ল নাকি। অবিশ্যি আমরা সব old fools. তোমাদের modern civilisation কি বলে?

প্রলয় ॥ আর যাই হোক, অসভ্যতা করতে অবশ্য বলে না। তবে কি জানেন, সাহস পাইনি প্রথমে। কারণ বয়সের সম্মানের চেয়ে অর্থের সম্মান দেওয়া হল বলে বোধহয় ভুল করতেন। যাক……… (প্রণাম করে)

হিমাদ্রি ॥ থাক্-থাক্। Wish you long life. তা তুমিই তো আমাদের নতুন Assistant Labour Welfare Inspector?

প্রলয় ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিমাদ্রি ॥ শুনলাম তুমি নাকি labour welfare-এর জন্য এমন suggestion দিয়েছ, যাতে company'র establishment expences অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

প্রলয় ॥ তা একটু বাড়ছে স্যার। কিন্তু এগুলো immediately না হলে workshop staff-দের খুব ক্ষতি হবে।

ক্ষিতীন ॥ তা বলে company-কে অতগুলো টাকা লুট্ করে বের করে দিতে হবে। আপনি ওসব আর করবেন না।

প্রলয় ॥ কিন্তু appointment-এর প্রথম দিন আপনি যখন staff-দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তখন কিন্তু বলেছিলেন, 'ওদের যা যা দরকার, যা যা অসুবিধে সব কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে আমায়।

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তো ওদের সামনে বলা। Only to please them. বুঝছেন না—union-টিউনিয়ন করে ওরা একটু strong হয়েছে। তাই

এসব বলতে হয় ওদের খুশী করতে। ওদের সামনে যা বলি তা স‹ সময় করবেন না।

আনন্দ ॥ Exactly. আর এখানে যে সব কথা বলা হবে সেগুলোকে বেদ বাক বলে ধরে নেবেন।

ক্ষিতীন ॥ আঃ তুই যা এখান থেকে। (আনন্দের প্রস্থান) আমার কথাগুলে বুঝতে পারছেন ?

প্রলয় ॥ বুঝতে পারছি, তবে ঠিক মানতে পারছিনা। আমি আমার dut করে যাবো যতদিন এ post-এ আছি। সেগুলো fulfil করার ভা‹ আপনাদের ওপর, সে আপনারা বুঝবেন।

হিমাদ্রি ॥ What do you mean by this ? আমাদের order তুমি carr out করবে না ?

প্রলয় ॥ না। কোন অন্যায় order আমি মানতে পারবো না।

হিমাদ্রি ॥ ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের মালিক কি তুমি !

প্রলয় ॥ আমার কাজের ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের মালিক নিশ্চয়ই আমি।

হিমাদ্রি ॥ এত বড় কথা আমার সামনে বলতে তোমার সাহস হয় ?

প্রলয় ॥ এখানে তো সাহসের কোন প্রশ্ন আসছে না, আসছে duty নিয়ে। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কোন Labour Welfare Inspector-এর duty হচ্ছে labour-দের সুখ সুবিধে দেখা। আর আমি তাই দেখছি।

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ! কিন্তু এখন থেকে তা দেখবে না।

প্রলয় ॥ বলেছি তো, এ post-এ যতদিন আছি ততদিন আমি officially তা দেখতে বাধ্য।

ক্ষিতীন ॥ Oh ! I see. বেশ কাল থেকে আপনাকে revert করছি। Then it will be alright.

প্রলয় ॥ আপনারা খুব অসুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখছি। এ অবস্থায় আর সুস্থ আলোচনা সম্ভব নয়। আমি যার জন্য এসেছিলাম, কাল office-এই তা discuss করবো। আজ চলি। (প্রস্থান)

ক্ষিতীন ॥ So audacity. বেশ আমি এখুনি order—

হিমাদ্রি ॥ উঁহু অত তাড়াতাড়ি কয়ো না ক্ষিতীন। বুঝতে পারছো না ও এত জোর পাচ্ছে কোথা থেকে? ওর পেছনে একটা বিরাট strength রয়েছে। তাই এভাবে চলে যেতে ও সাহস পায়। Immediatly একটা কিছু step নিলে কারখানায় একটা গণ্ডগোল হতে পারে। যা করবে ভেবে চিন্তে পরে করো। আর আমাকেও একটু ভাবতে সময় দাও।

ক্ষিতীন ॥ বেশ, order না হয় আমি এখন না দিলাম। But I want to see it through and through. রতন—রতন—(নেপথ্যে রতন—যাই।) [রতনের প্রবেশ]

রতন ॥ আমায় ডাকছিলেন?

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ, শোন্। তোর দিদিমণিকে একটু ডেকে দে। (রতনের প্রস্থান)

হিমাদ্রি ॥ একি, ওকে আবার কেন?

ক্ষিতীন ॥ না দাদু, তুমি বুঝতে পারছ না। এর মধ্যে ও নিশ্চয়ই আছে। আর আমি তা আজ direct জানতে চাই।

হিমাদ্রি ॥ বেশ, কর তুমি যা ভাল বোঝ। (শিখার প্রবেশ)

শিখা ॥ আমায় তলব করেছ দাদা?

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ—বোস, তোর কাছে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। আশাকরি সঠিক উত্তর দিতে তুই ভয় পাবি না।

শিখা ॥ অর্থাৎ মিথ্যে কথা যাতে কিছু না বলি কেমন! বেশ বল তুমি কি জানতে চাও?

ক্ষিতীন ॥ আমার staff-দের মধ্যে আজ যে বিক্ষোভ বা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে তোর কোন হাত আছে কিনা—directly or indirectly?

শিখা ॥ আমার সমর্থন আছে।

ক্ষিতীন ॥ না—ও ভাবে ঘুরিয়ে বললে চলবে না। কোন Touch আছে কিনা ?

শিখা ॥ আছে।

ক্ষিতীন ॥ শুনলে দাদু ! আচ্ছা সেটা কি source-এ শুনি ?

শিখা ॥ সেটা জানতে চেওনা, বল্‌তে পারবো না। কারণ সেটা আমার policy-র প্রশ্ন।

ক্ষিতীন ॥ ও—well. কিন্তু প্রলয়ের সঙ্গে তোর কি সম্বন্ধ !

শিখা ॥ কারও সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রশ্ন কি অশোভন নয় দাদা ?

ক্ষিতীন ॥ ব্যষ্টি যদি সমষ্টিকে disturb করে তবে অশোভন নয়। তাছাড়া আমার সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। তোকে ব'লতে হবে ওর সঙ্গে তোর কিসের সম্বন্ধ ? কেন তুই গিয়েছিলি ওকে recommend করতে ? কে ও ?

শিখা ॥ আমার বিশেষ বন্ধু।

ক্ষিতীন ॥ বিশেষ বন্ধু ! মানে ?

শিখা ॥ কোন ছেলে কোন মেয়ের বিশেষ বন্ধু বলতে কি বোঝায়, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নিশ্চয়ই আছে দাদা।

ক্ষিতীন ॥ শিখা—you must stop it. প্রলয়—আমার দেড়শো টাকা মাইনের একটা চাকর—তাকে—তোর একথা ব'লতে লজ্জা করল না শিখা !

শিখা ॥ দাদা ! তুমি আমার গুরুজন। এ ব্যাপার নিয়ে আমি আর আলোচনা করতে চাই না। অন্য কি প্রশ্ন আছে বল।

হিমাদ্রি ॥ কিন্তু দিদি ভাই, আমি যে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা। না-না, সে সাহসও আজ আমার নেই। কিন্তু তোরা যা কর্চ্ছিস, সত্যি কি তা শুভ—সত্যি কি তা মঙ্গলময় ! আজ যে আমার শেষ বিশ্বাসটুকুও তুই কেড়ে নিলি দিদি ভাই। তবে কি আজ শেষ বয়সে এসে আমাকে এই বিশ্বাস করতে হবে, যে আমাদের সমস্ত সংস্কার—সমগ্র প্রথা মিথ্যে। তাই

যদি হবে তাহ'লে এ বিশ্বাস, এ ভুল কেন আমার আগে ভাঙেনি। দিদিভাই, আজ যে আমি তিলে তিলে পুড়ে যাচ্ছি। (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

শিখা ॥ দাদু—তুমি অমন করলে আমি যে সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলবো। তুমি শান্ত হও। সত্যি কোনও অন্যায় আমরা করিনি। ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রশ্ন আজকের দিনে আসতেই পারেনা।

হিমাদ্রি ॥ (হঠাৎ যেন স্বপ্ন ভাঙে) কে—কে বলছে ? কি বলছিস্ দিদি ভাই ! সত্যি বলছিস—সত্যি—তবে—তবে আমিই ভুল করেছি। আমি কি তবে...

(কথা শেষ করতে পারেনা, কান্নায় ভেঙে পড়ে হিমাদ্রিশেখর—অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়।)

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[হরিপদর ঘর, সে ঘর গুছোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।]

হরিপদ ॥ রমা, একটু এদিকে আয়না মা। ঘরটা যে একেবারে—

[নেপথ্যে রমা ॥ আমি এখুনি আস্‌ছি, তুমি হাত দিওনা।]

হরিপদ ॥ নাঃ, হাত দেবেনা। তোর আশায় থাকলে আজ আর হবেনা। ছ'টার মধ্যে সব এসে পড়রে।

(বলতে বলতে ঘরে ঢোকে রমা ॥ আর এখন বাজে মাত্র পাঁচটা। তুমি এর মধ্যেই অস্থির হ'য়ে পড়লে।)

রমা ॥ আর সাজাবে কি ? ঝাঁট্ তো সকালেই দেওয়া হয়েছে। শুধু সতরঞ্চি পেতে দিলেই হবে। সরো তুমি, আমি পেতে দিচ্ছি। (পাত্‌তে পাত্‌তে) সবাই আসবে তো ঠিক !

হরিপদ ॥ আসবেনা মানে ! আরে গরজ তো নিজেদের—union টা হয়েছে বলেই না সবাই এক হবার একটা আশ্রয় পেয়েছে।

রমা ॥ কিন্তু বাবা, আমার মনে হয় সবাই মন খুলে এটাকে নিতে পারেনি। ভেতরে ভেতরে যেন একটা খুব ভয় সবার মনে।

হরিপদ ॥ আহা সে ভয় তো থাকবেই রমা। এতদিনের অভ্যেস তো আর একদিনে যাবেনা। (প্রলয়ের প্রবেশ)

প্রলয় ॥ কিসের অভ্যেস হরিদা ? কার কথা বলছ ?

হরিপদ ॥ এই যে প্রলয় বস-বস।

প্রলয় ॥ হ্যাঁ বসছি। কাব কথা বলছিলে ?

হরিপদ ॥ রমা বলছিল সবাই আসবে কিনা। সবার মনে রয়েছে নাকি প্রচণ্ড এক ভয়। আরে আসবেনা ! এ যে নিজেদের প্রয়োজন।

প্রলয় ॥ প্রশ্নটা তুই খুব খারাপ করিসনি রমা। এমন অনেক লোক আছে এ union-এ, যারা শুধু নিজেদের একটু কাজ গুছোবার জন্যে ব্যস্ত। আর আমাদের union-এর সুযোগে তারা কিছু করেও নিতে চায়। কিন্তু একটা কথা ভুলিসনা, তাদের সংখ্যা খুবই অল্প। আর তাছাড়া ধীরে ধীরে ভুলও বুঝবে নিশ্চয়। হয়ত একটু সময় লাগবে তার জন্যে।

হরিপদ ॥ কিন্তু ওদিককার অবস্থাটা কেমন বুঝছো প্রলয় ?

প্রলয় ॥ এবার মালিকপক্ষ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে বলে মনে হচ্ছে।

হরিপদ ॥ হ্যাঁ সেতো করবেই। নইলে পাল্টা union খাড়া করে।

রমা ॥ আশ্চর্য ! শেষপর্যন্ত কানাইদাও ওদের সঙ্গে হাত মেলালো।

প্রলয় ॥ এতে আর আশ্চর্যের কি রমা, এটাইতো স্বাভাবিক। আর এতে তো কানাইবাবুর দোষ নেই। স্বার্থের জন্য, অভাবের জন্য এমন অনেক মনুষ্যত্বই আজ বিক্রি হয়ে গেছেরে।

[কথা বলতে বলতে সবাই এলো]

বস্তি ॥ এইযে প্রলয়দা, এসে গেছ। আমরাও এসে গেছি সবাই। এবার একটা ফয়সালা কর। আমি সমস্ত shop ঘুরে সবার মত নিয়েছি। Strike করতে তারা সবাই রাজী।

প্রলয় ॥ বেশ, তবে একটা খসবা কর। আমাদের demand কি-কি ; কি-কি issue-র ওপর immediately কাজ সুরু করতে হবে। তবে চট্ করে strike করাটা ঠিক হ'বে না। শেষ পর্যন্ত আমাদের আপোষে মীমাংসার চেষ্টা কবতে হবে।

ভবত ॥ আপোষ-টাপোষ আর কিছু চলবেনা। একেবারে কাজ বন্ধ।

দুলাল ॥ আমাদেব এখুনি medical-এব নিয়ম পাল্টাতে হবে। ওদের ইচ্ছেমত মাইনে কাটা চলবেনা।

হীরা ॥ যে কোন পাশ করা ডাক্তারের certificate ওদের মানতে হবে—

বস্তি ॥ আর তা ছাড়া unskilled labour-এব কতকগুলো নতুন post creat করে আমাদের grade ভাঙার যে ব্যবস্থা করেছে তা বন্ধ করতে হবে।

নির্মল ॥ ক্ষতি পূরণ ভাতা দিতে হবে।

হীরা ॥ মাগ্‌গী ভাতা বাড়াতে হবে।

সান্টু ॥ কথায় কথায় charge sheet দেওয়া চলবে না। শালারা আমাদের কুকুর বেড়াল মনে করেছে !

প্রলয় ॥ আঃ সান্টু, মুখ খারাপ করোনা।

সান্টু ॥ দেখ প্রলয়দা, অনেক কষ্টে সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে এই শালা পর্যন্ত এসে পৌছেচি—এটাকে আর ছাড়তে বোলনা।

[সবাই হেসে উঠলো]

বস্তি ॥ শোন প্রলয়দা। এ সমস্ত লিখে একটা memorandum করে তুমি Manager-কে দাও। পনের দিনের notice দেবে। এর মধ্যে ওরা না শুনলে আমরা strike করবো।

প্রলয় ॥ কিন্তু বস্তিনাথ, আমি একটা কথা ভাবছি। মজদুর ইউনিয়ানের কেউ আমাদের strike-এ join করবেনা। এ অবস্থায় কি আমরা strike করে সুবিধা করতে পারব ? তার চেয়ে strike-এর notice এখন দিয়ে কাজ নেই। আগে ভেতরে ভেতরে আমরা আর একটু তৈরী হয়ে নিই—পরে

দেখা যাবে। তাছাড়া strike-এ industry-রও একটা মস্ত ক্ষতি। তার চেয়ে যদি—

ভরত ॥ তুমি তো একথা বলবেই। তোমাকে তো আর আমাদের মত কথায় কথায় charge sheet খেতে হয়না—suspend হ'তে হয়না।

বক্সি ॥ (রেগে চড় মারে) ভরতদা—

রমা ॥ বক্সিদা—

বক্সি ॥ লজ্জা করেনা তোর, তুই একথা মুখে আনিস !

প্রলয় ॥ আঃ বক্সিনাথ—এত অল্পে মাথা গরম করলে কাজ করতে পারবেনা। ও বোঝেনি, ওকে বুঝিয়ে দাও।

বক্সি ॥ তা ব'লে ও এরকম কথা বলবে ?

ভরত ॥ বেশ করব বলবো। তুই গায়ে হাত তোলার কে ? Union-এ সবার কথা বলার অধিকার আছে।

বক্সি ॥ ও রকম আজে বাজে কথা বললে তোমার টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

ভরত ॥ ওঃ—টুঁটি ছিঁড়নেওয়ালা ! আয়না দেখি ! আমি তো হাজার বার বলব, welfare inspector থেকে revert হ'য়ে যাবার ভয়ে প্রলয়বাবু নরম সুরে কথা বলছে। কে কোন তালে ঘোরে আমার সব জানা আছে।

বক্সি ॥ হারামজাদা তোকে আমি এবার— (ভরতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে)

প্রলয় ॥ আঃ কি হ'চ্ছে বক্সিনাথ।

বক্সি ॥ ছেড়ে দাও তো দেখি একবার rascal-টাকে।

ভরত ॥ আয়না দেখি একবার।

প্রলয় ॥ আঃ—ভরত ভাই—কি হ'চ্ছে কি ! চুপ কর।

সবাই ॥ এই চুপ কর, চুপ কর, ছাড়ো—

প্রলয় ॥ ছিঃ, তোমাদের দুজনেরই খুব অন্যায় হোল। আর নিজেদের মধ্যে যদি এমন feelings থাকে তবে কিছুতেই এক সংগে কাজ করা যাবে না।

সবাই ॥ যাক্-যাক্, নাও এবার সুরু কর আবার। ও ঠিক হ'য়ে গেছে।

প্রলয় ॥ না আগে ওরা দুজনে হাত মিলিয়ে নিক—পরে কাজ সুরু হবে।

দুলাল ॥ বস্তি মিলিয়ে নাও।

হীরা ॥ ভবতদা হাতটা দাও তো।

সান্টু ॥ একে দেখছিস শালা বাইরের হাত আমাদের গলা টিপে মারবার চেষ্টা করছে; তার ওপর আবার শালারা নিজেদের হাত দিয়েও নিজেরা গলা টিপে ধরছিস। দেখি, দেখি, হ্যাঁ-দে, দে-এ্যাই— (দু'জনের হাত মিলিয়ে) হ্যাঁ নে এবার হাস—হাস—এ্যা-এ্যা-এইতো—

[সবাই হেসে উঠলো]

নাও আবার সুরু করে দাও প্রলয়দা।

প্রলয় ॥ ঐ তো এ কথাই রইলো তাহলে। আমি কালকের মধ্যে memorandum-টা শেষ করে ফেলব। তবে তোমরা খুব সাবধানে থাকবে। মালিক-পক্ষ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার খুব চেষ্টা করবে। খুব হুঁশিয়ার থাকবে সবাই।

বস্তি ॥ বেশ এবার আমরা তাহ'লে উঠি। কাল আবার এখানে জড়ো হব' সব।

হরিপদ ॥ হ্যাঁ। এস তোমরা।

[প্রলয় বাদে সকলের প্রস্থান। প্রলয় কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারী ক'রে, তারপর বলে]

প্রলয় ॥ হরিদা তুমি হঠাৎ গুম হ'য়ে গেলে যে?

হরি ॥ এ্যা—না বস, আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসি।

প্রলয় ॥ রমাকে বল না।

হরি ॥ না—না, ওর খুব খাটুনি যাচ্ছে আজকাল। ওর মাও যে করে ভাল হ'য়ে উঠবে—আজ ছ' মাস তো হ'য়ে গেল—

প্রলয় ॥ এখন কেমন আছে?

হরি ॥ হুঁ আজকাল অনেকটা ভাল। Last X-ray-তে কিছু পাওয়া যায়নি আর।

প্রলয় ॥ তবে আর কি ! এবার সেবে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি (চা নিয়ে রমার প্রবেশ) আরে এই তো কে বলে রমা ছেলে মানুষ ! দেখেছ হরিদা, তোমার আর বলার দরকার পড়লোনা।

হরি ॥ ও যে আমার মা প্রলয়— (মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে)

রমা ॥ কিন্তু প্রলয়দা, বাবা—তোমাদের ঐ ভরতকে কিন্তু আমার খুব ভাল লাগেনা। মনে হয় কানাইদার দলের spy ও।

হরি ॥ রমা—ছিঃ, এভাবে কথা বলতে নেই।

প্রলয় ॥ কথাটা রমা খুব মিথ্যে বলেনি হরিদা। এরকম আমারও একটু সন্দেহ হয়। আমাদের অনেক গোপন কথা manager কি করে যেন টের পায় ! দেখি আরও কয়েকটা দিন—তবে রমা, তোকে কিন্তু কতকগুলো কাজ করতে হবে।

রমা ॥ কি বল।

প্রলয় ॥ বড় বড় করে কতকগুলো poster তুই হাতে লিখে দিবি। কি লিখবি এর মধ্যে তা লেখা আছে—এগুলো রাখ তুই। কালকের মধ্যেই যেন সব পাই বুঝলি। পারবি ত' ?

রমা ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ—খুব পারব।

প্রলয় ॥ আমি তাহ'লে আজ আসি হরিদা।

হরি ॥ আচ্ছা।

(অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়)

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

[প্রলয়ের ঘর। ইন্দ্রাণী ঘরের কাজে ব্যস্ত। কিছুপরে শিখা এল]

ইন্দ্রাণী ॥ এই যে এস মা। তোমার দাদু আজকাল কেমন আছেন ?

শিখা ॥ এখন একটু ভাল মাসিমা। প্রলয় আসেনি এখনও ?

ইন্দ্রাণী ॥ না মা। ওর আজকাল প্রায়ই দেরী হয় office থেকে ফিরতে। তুমি বস, এখুনি হয়ত এসে পড়বে···· [নেপথ্যে কানাই—প্রলয়বাবু আছেন !] কে ? [দরজার কাছে এগিয়ে যায়]

কানাই ॥ (বাইরে থেকে) আজ্ঞে আমার নাম শ্রীকানাইচরণ পাল। আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। (কানাইয়ের গলা শুনে শিখা পাশের ঘরে চলে যায়)

ইন্দ্রাণী ॥ আমার সঙ্গে ? আচ্ছা ভেতরে আসুন (কানাই এল) বসুন আপনি। কি ব্যাপার বলুন তো ?

কানাই ॥ দেখুন, আমি প্রলয় বাবুর office-এই কাজ করি। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। বর্ত্তমানে ওনার কয়েকটা কাজের জন্তে বাইরে তো বেশ বদনাম রটছেই—তাছাড়া চাকরীরও ক্ষতি হওয়ার বেশ সম্ভাবনা আছে।

ইন্দ্রাণী ॥ বদনাম রটছে ?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। তাছাড়া union নিয়ে যা শুরু করেছে, চাকরী যে কোন সময় যেতে পারে।

ইন্দ্রাণী ॥ দেখুন, চাকরী যাওয়ার জন্ত আমরা খুব ভীত নই। অন্তায়ের প্রতিবাদ করবার জন্ত যে কোন দুরবস্থাকে আমরা মেনে নিতে রাজী। আপনি বোধহয় শুনে দুঃখিত হবেন, এর আগে ও union করতো indirectly. কারণ আইন অনুযায়ী ও যে post-এ ছিল তাতে union করা ছিল illegal, কিন্তু যেদিন থেকে ও revert হয় সেদিন থেকে আমিই ওকে direct union-এর কাজে নামতে বলি····যাক্ সে কথা। কিন্তু বদনামের কথা যেন কি বলছিলেন ?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেটার জন্তই তো আসা। তবে আপনি যদি

ভরসা দেন তো আমি বিশদভাবে বলি। কিন্তু দয়া করে আমার নামটা প্রকাশ করবেন না। খুবই পরিচিত—ব্যথা পাবে হয়তো।

ইন্দ্রাণী ॥ অন্যায় ক'রে থাকলে ব্যথা পাওয়াটাই তো উচিৎ কানাই বাবু—যাক কি হ'য়েছে এবার বলুন তো।

কানাই ॥ আজ্ঞে ইদানীং প্রলয়বাবুর অফিস্ থেকে ফিরতে একটু রাত হয় না কি?

ইন্দ্রাণী ॥ হ্যাঁ তা একটু হয়, union-এর কাজ থাকে প্রায়ই—

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ তা থাকে বটে—তবে যতটা দেরী হয় ততটা কাজ থাকে না।

ইন্দ্রাণী ॥ আপনি কি বলতে চাইছেন খুলে বলুন?

কানাই ॥ আজ্ঞে সে কথাই তো ব'লছি। Office-এ ভীষণ গুজব union-এর কাজের পর সবাই যখন চ'লে যান, তার পরেও নাকি রমাদেবীর সংগে ওনার কি কাজ থাকে·

ইন্দ্রাণী ॥ কানাইবাবু!

কানাই ॥ আজ্ঞে আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে কথাটা আমি এখানেই বন্ধ করি।

ইন্দ্রাণী ॥ না-না, আপনি বলুন। আচ্ছা রমাটা কে ব'লতে পারেন?

কানাই ॥ ঐ হরিপদ সরকারের মেয়ে। ওর ঘরেই তো union-এর যত কাজ। মেয়েটারও স্বভাব চরিত্রির খুব ভাল নয়। এর আগেও দু'-এক জনের সংগে ওর নাকি কেমন একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ইন্দ্রাণী ॥ ওর বাড়ীর কেউ এ বিষয়ে লক্ষ্য করে না?

কানাই ॥ লক্ষ্য আর কে ক'রবে বলুন। বাড়ীতে তো মাত্র দুটি প্রাণী, বাপ আর মেয়ে।

ইন্দ্রাণী ॥ কেন ওর মা নেই?

কানাই ॥ আছে, তবে আজ অনেকদিন থেকে সে কার্সিয়াং-এ T. B.. Hospital-এ। তাতেই তো আরও সুবিধে।

ইন্দ্রাণী ॥ ও। কথাটা বিশ্বাস ক'রতে যদিও খুবই কষ্ট হ'চ্ছে, তবু ব্যাপারটা জানিয়ে গিয়ে খুবই উপকার ক'রলেন। আচ্ছা দেখি আমি কি করতে পারি।

কানাই ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ সে টুকুই যথেষ্ট। Union-এর কাজ সে করুক না। তবে ওখান থেকে ওকে একেবারে সরিয়ে আনা দরকার—আচ্ছা যাক্ সে আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমি আজ তাহ'লে চলি। [প্রস্থান]

ইন্দ্রাণী ॥ হ্যাঁ আসুন। শিখা। শিখা॥

[নেপথ্যে আসছি মাসিমা—শিখা ঘরে ঢোকে।]

শিখা, আচ্ছা তোমাদের factory-র হরিপদকে চেন?

শিখা ॥ হ্যাঁ—কেন মাসিমা?

ইন্দ্রাণী ॥ ওর মেয়ে রমার সংগে তোমার আলাপ আছে?

শিখা ॥ আছে, কেন বলুন তো?

ইন্দ্রাণী ॥ মেয়েটি কেমন?

শিখা ॥ খুব ভাল মেয়ে মাসিমা। তা আপনি ওর কথা জানলেন কি ক'রে।

ইন্দ্রাণী ॥ না—এমনি—ঐ আরকি—আচ্ছা তুমি ব'স। চা খাবে?

[প্রলয় এল]

প্রলয় ॥ খুব ভাল হয় মা পেলে—

ইন্দ্রাণী ॥ এসেছিস্ তুই। এত দেরী হ'লো তোর ফিরতে?

প্রলয় ॥ হ'য়ে গেল একটু দেরী।

ইন্দ্রাণী ॥ সবাই ছিল এতক্ষণ?

প্রলয় ॥ না—তারা গেছে কিছুক্ষণ আগে। তারপর আবার রমার সংগে একটু কাজ ছিল।

ইন্দ্রাণী ॥ হুঁ—তুই বোস্, আমি চা নিয়ে আসছি। [প্রস্থান]

শিখা ॥ মহারাজের খুব কাজ না?

প্রলয় ॥ হ্যাঁ—যে কাজে তুমি ঢুকিয়ে দিলে!

শিখা ॥ কিন্তু এখন বোধ হয় আমার চেয়ে তুমিই বেশী ভাব।

প্রলয় ॥ সত্যি শিখা, কেমন যেন নেশার মত পেয়ে গেছে এই কাজ। তবে বুঝতে পারছিনা কি দিয়ে কি হবে শেষ পর্যন্ত।

শিখা ॥ কেন?

প্রলয় ॥ এত ক'রছি, কিন্তু সবাই ঠিক বোঝেনা। যার যার নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত সবাই। আজই meeting-এ এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার জন্য মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। ভাবছি কাদের জন্য করছি এ সব! কি হবে এতে! মাঝে মাঝে মনে হয় সমস্ত ছেড়ে দিই—

শিখা ॥ ছিঃ একথা তুমি মুখেও এনোনা। এত অল্পে অধীর হ'লে কি চলে! বোঝনা, বহুদিনের অভ্যেস আর বিশ্বাসকে পাল্টাতে গেলে কত পরিশ্রমের প্রয়োজন!

প্রলয় ॥ কিন্তু আমি যে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে পড়ি শিখা। ভয় হয় হয়তো আমাদের সমস্ত পরিশ্রমই হবে বিফল।

শিখা ॥ নাগো, সেটা তোমার ভুল ধারণা। দেখছনা আগের চেয়ে সবাই এখন কত বেশী সচেতন হ'য়ে পড়েছে।

প্রলয় ॥ হ্যাঁ তা হ'য়েছে হয়ত একটু। তবুও আমি ভয় পাই। সারা দুনিয়ার লোক যেন আজ উত্তপ্ত হ'যে উঠেছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেনা; সবাই যেন আত্মকেন্দ্রিক।

শিখা ॥ এটা তোমার অসুস্থ মনের ধারণা, এ ভুল!

প্রলয় ॥ না ভুল নয়। Political concionsness আজ হয়তো বেড়েছে, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ববোধ আমাদের খুব কম! কৃষ্টির দিক থেকে, সংস্কৃতির দিক থেকে আমরা একেবারে দেউলে!

শিখা ॥ বল কি! আজকাল বোধহয় তোমার কাগজের সংগে সম্পর্ক খুব কম?

প্রলয় ॥ কাগজের কথা বলছ? সেই বড বড় হরফের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের গর্ব করছ। আচ্ছা শিখা, বলতো কোন সভ্যদেশে আজ পর্যন্ত শুধু পুলিশের

অভাবেব জন্য কোন খেলা বন্ধ হয়েছে ? আমাদের দেশে কিন্তু তাও হয়েছে !

শিখা ॥ কিন্তু কোন সভ্যদেশে ন্যায্য দাবীর কণ্ঠরোধ কবতেও province-এর সমস্ত police লাগেনা।

প্রলয় ॥ আহা সে দোষ তো আছেই, সে কথা সবাই জানে। কিন্তু আমরা নিজেদের দোষ একদম দেখিনা। তাদেব ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হই। প্রত্যেকটি লোক আমরা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন।

শিখা ॥ কথাটা মানতে পাবলাম না। তোমার পলায়ন মনোবৃত্তির বিলাস এ।

প্রলয় ॥ অর্থাৎ নিজেদের দোষ মেনে নেবাব মত উদারতা তোমার নেই। অস্বীকার ক'রতে পার প্রায় গোটা শিক্ষিত ভদ্র সমাজটা যার যার নিজের গা বাঁচিয়ে চ'লছে না ?

শিখা ॥ যেমন ?

প্রলয় ॥ যেমন মানে প্রায় সব ব্যাপাবেই। আচ্ছা একটা সামান্য ব্যাপার বলি। তুমি লক্ষ্য ক'রেছ কিনা জানিনা, কিন্তু আমি দেখেছি—আমি Cinema-Theatre এর কথা ব'লছি, সেখানে নায়ক নায়িকার দূরত্ব একটু ক'মে এলেই কিছু কিছু দর্শকদের মধ্যে পড়ে যায় কেমন অসভ্য সাড়া, বিকৃত উল্লাস—তাদের আনন্দেব কি জঘন্য প্রকাশভঙ্গী ! Hall-এ বহু ভদ্র বা শিক্ষিত লোক থাকে তুমি তা স্বীকার করবে !

শিখা ॥ হ্যাঁ তা স্বীকার করি।

প্রলয় ॥ কিন্তু কেউ কি তার protest ক'রেছে আজ পর্যন্ত কোনদিন ? এমন একটি instance তুমি দেখাতে পার যে সেই অসভ্য দর্শকটিকে কান ধরে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে সেই hall থেকে—না। অথচ এমনটি একদিন হ'লে, আব দ্বিতীয় দিন ঘ'টতোনা এ ঘটনা। লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেত সবাই।

শিখা ॥ কই তুমিও তো protest করনি কোনদিন।

প্রলয় ॥ করেছিলাম শিখা একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই বেরিয়ে যেতে হ'লো hall থেকে, যাক্ সে কথা। আসল কথা কি জান, আমাদের একেবারে গড়েপিটে মানুষ হ'তে হবে—একেবারে প্রথম থেকে—

শিখা ॥ উঃ! সত্যি lecture দেওয়াটা কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গেছে তোমার, subject matter যাই হোক!

প্রলয় ॥ Professor-এর ছেলে কিনা, মাষ্টারী গন্ধটা কাটাতে পারিনি।

শিখা ॥ Really so. আচ্ছা বল, এ সময়ে ভাললাগে ওসব কথা। খুব বেরসিক তুমি।

প্রলয় ॥ অত দূরে দূরে তুমি থাকলে রসিক হয়ে উঠি কি ক'রে বল? কাছে এস—

শিখা ॥ উঁহু রসিক প্রবরের বিক্রমকে আমি খুব ভয় করি।

প্রলয় ॥ কিন্তু কদিন পরে যখন এ বাড়িতে এনে তুলবো, তখন কি করবে?

শিখা ॥ সমাজ সেবকের চরণামৃত খাব দু'বেলা!

প্রলয় ॥ ও—শুধু চরণামৃত!

শিখা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—গুরুজনের কাছে অন্য অসভ্যতা করতে নেই—

[নেপথ্যে ইন্দ্রাণী ॥ খোকা শিখাকে নিয়ে এ ঘরে আয়]

প্রলয় ॥ চল, শাশুরী তোমায় ডাকছেন।

শিখা ॥ যাও, তুমি বড্ড অসভ্য!

প্রলয় ॥ লজ্জা পেলে। সমস্ত মেয়েই দেখছি একরকম।

শিখা ॥ হ্যাঁ, প্রত্যেক পুরুষের মত বহুরকম নয়—

শিখা ॥ চল, চল, মা কি ভাববেন—

প্রলয় ॥ হ্যাঁ, চল—

(অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়)

॥ নবম দৃশ্য ॥

[স্যার হিমাদ্রিশেখরের Drawing Room. কথা বলতে বলতে শিখা ও হিমাদ্রিশেখরের প্রবেশ ।]

শিখা ॥ দাদু, তুমি আজকাল office-এর কাজ একদম দেখছনা ; দাদা যা ইচ্ছে তাই সুরু করে দিয়েছে ।

হিমাদ্রি ॥ আজ কাউকেই কিছু বলার সাহস আমি হারিয়ে ফেলেছি শিখা । তোমাদের যা ইচ্ছে তোমরা সবাই তা করো ।

শিখা ॥ তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ দাদু ?

হিমাদ্রি ॥ না-দিদিভাই । বলেছিত, আমি আমার নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি । তবে ক্ষিতীন-এর ওপর অবিশ্যি আমার প্রচুর বিশ্বাস । আমার দেওয়া দায়িত্বের সম্মান সে নিশ্চয়ই রাখবে । দিদিভাই, আমি সব হারাতে রাজী আছি, কিন্তু আমার আভিজাত্য হারাতে আমি রাজী নই । তার জন্য আমি যে কোন দাম দিতে প্রস্তুত ।

শিখা ॥ কিন্তু সেই অভিজাত্যের জন্য তো তোমরা অন্যের সর্ব্বনাশ করতে পারনা দাদু—

[কানাই ও ক্ষিতীন কথা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করে]

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ—সে কথা তাদের মনে করিয়ে দিও । এই যে দাদু তুমি এখানে । শোন, আজ machine shop-এর চারজনকে আমি সাসপেণ্ড করলাম—তারা machine-এর parts খুলে machine damage করবার চেষ্টা করছিল—

কানাই ॥ তাছাড়া হুজুর—ও চারজন কারখানায় সব সময়ে গণ্ডগোল করছে, সমস্ত লোকদের strike করবার জন্যে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্চে —

[রতন এল]

রতন ॥ দাদাবাবু, union-এর চারজন লোক আপনার সংগে দেখা করতে চায় ।

ক্ষিতীন ॥ এটা office নয় ওদের বলে দে। যা বলার তা যেন office-এ বলে।

হিমাদ্রি ॥ বেশ তো, এসেছে যখন দেখাই কর। যা, ওদের মধ্যে থেকে একজনকে আসতে বল। ক্ষিতীন, ওদের জানিয়ে দাও যে চোখ রাঙিয়ে আমাদের কাছ থেকে ওরা কিছু আদায় করে নিয়ে যেতে পারবেনা!

কানাই ॥ আমি তবে একটু আড়ালে....

ক্ষিতীন ॥ আঃ তোমার ভয় কি—তুমি থাক—

[রতন প্রলয়কে সংগে নিয়ে আসে]

প্রলয় ॥ (কথা বলতে বলতে এগিয়ে যায়) দেখুন—আজকে বিকেলে—(হঠাৎ শিখাকে দেখে) একি! শিখা তুমি এখানে—?

ক্ষিতীন ॥ প্রলয়বাবু, ও আমার বোন—আশাকরি সে রকম সম্মান দিয়ে কথা বলবেন।

প্রলয় ॥ (অবাক হয়ে) শিখা আপনার বোন!

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ—সুতরাং কিভাবে কথা বলতে হবে ওর সংগে সেটা বোধহয় স্মরণ করিয়ে দিতে হবেনা।

শিখা ॥ দাদা—তুমিও ভুলে যেওনা প্রলয় আমার বন্ধু—আশাকরি সে ভাবেই তুমি ওর সংগে কথা বলবে।

ক্ষিতীন ॥ No-never. আমি জানি আমার employee-এর সংগে কিভাবে কথা বলতে হয়—কিন্তু এখানে তোমার ঐ বন্ধু-টন্ধু চলবেনা।

শিখা ॥ দাদা, মনে রেখ তোমার রাজত্বে আমি বাস করছিনা—আর তোমার employee-ও আমি নই।

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ তা আমি জানি। আর যার রাজত্বে বাস করছ তারও বোধহয় এই ইচ্ছে—

শিখা ॥ দাদু! তোমারও এই ইচ্ছে! বল দাদু চুপ করে থাকলে চলবেনা—বল

তোমার বাড়ীতে আমার বন্ধুর প্রবেশাধিকার নেই? তার কোন সম্মান নেই এ বাড়ীতে—কি বল?

হিমাদ্রি॥ হ্যাঁ তা আছে। কিন্তু যে আমার দেড়শ টাকা মাইনের একটা চাকর, তাকে আমার বংশধরের সংগে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কথা বলতে হবে! ক্ষিতীন তোমরা কাজের কথা শুরু করো, আমি আসছি। (প্রস্থান)

শিখা॥ দাদু! ও বেশ! প্রলয়, এদের এই অসভ্য ব্যবহারের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো—বাড়ীতে গিয়ে আমি পরে সব বলবো। (প্রস্থান)

ক্ষিতীন॥ Come on. Let us talk shop. বলুন কি বলতে এসেছেন?

প্রলয়॥ আপনি আজ যে চারজনকে suspend-এর order দিয়েছেন, তা immediately withdraw করতে হবে।

ক্ষিতীন॥ আপনি কি চোখ রাঙাতে এসেছেন?

প্রলয়॥ না। শুধু আমাদের ন্যায্য দাবীগুলো আদায় করতে এসেছি। আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই যে এতদিন ধরে আমাদের ওপর যে অন্যায় জুলুম চালিয়ে এসেছেন তা এখুনি বন্ধ করতে হবে। একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আমাদের union-এর কর্মীদের ওপর যে হামলা শুরু করেছে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া আপনাদের আর চলবেনা—

ক্ষিতীন॥ Stop, stop you. তুমি খুব বেড়ে উঠেছ দেখছি। আমি জানি কিভাবে তোমাদের সায়েস্তা করতে হয়। রামসিং—ইসকো—

প্রলয়॥ ক্ষিতীনবাবু, ভুলে যাবেন না আমাদের union-এর প্রায় পাঁচশ কর্মী আপনার দরজার গোড়ায় অপেক্ষা করছে আমাদের negotiation-এর result কি জনতে। তারা এসে পড়লে কিন্তু অবস্থাটা খুব ভাল হবে না—

ক্ষিতীন॥ (ভয় পেয়ে) রামসিং—আচ্ছা তুমি যাও, আর—আপনারা কি হামলা করতে এসেছেন আমার বাড়ীতে—?

প্রলয়॥ জানি, ও ছাড়া আর বলার কিছু নেই আপনার। আর আমরা চলে গেলেই police station-এ করবেন ring, এই তো। যাক্, এখানে

থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাইনা। আশাকরি আমাদের সর্ত্তগুলো আপনি বিবেচনা করে দিন সাতেকের মধ্যে ব্যবস্থা করবেন—আচ্ছা চলি— [প্রস্থান]

ক্ষিতীন ॥ Scoundral. কানাই শুনলে তো সব—এতদূর ওদের সাহস—

কানাই ॥ স্যার এক্ষুনি এর একটা বিহিত করুন। নইলে পরে আর ঠেকানো যাবেনা—

[শিখা এসে ঘরে ঢোকে]

শিখা ॥ একি, প্রলয় চলে গেছে !

ক্ষিতীন ॥ উঃ, তোর লজ্জা নেই শিখা—একটা loafer কে—

শিখা ॥ রামসিং !

[রামসিং-এর প্রবেশ]

রামসিং ॥ হুজুর !

শিখা ॥ গাড়ীটা বের করতে বল তো driver-কে।

রামসিং ॥ জী— [প্রস্থান]

ক্ষিতীন ॥ কোথায় যাচ্ছিস ?

শিখা ॥ প্রলয়ের কাছে !

ক্ষিতীন ॥ শিখা, তুই সেখানে যেতে পারবিনা।

শিখা ॥ কেন ?

ক্ষিতীন ॥ না পারবিনা।

শিখা ॥ [ঠোঁটের কোনে হাসি দেখা দেয়] মাঝে মাঝে তুমি ভুলে যাও দাদা, যে আমি তোমার কর্মচারী নই ! যাক্ তোমার বিশ্বস্ত ভৃত্য পাশেই রয়েছে—হম্বি-তম্বি যা দরকার ওখানেই কর। [শিখার প্রস্থান]

ক্ষিতীন ॥ শিখা—

কানাই ॥ যেতে দিন স্যার।

ক্ষিতীন ॥ আঃ—তুমি চুপ কর Rascal. [রাগের মাথায় চড় মেরে বসে] যাও এখান থেকে, তুমি এখন যাও—

[অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে গেল]

॥ দশম দৃশ্য ॥

[প্রলয়ের ঘর। আগের মত সজ্জিত। ইন্দ্রাণী বিছানা পাতছে, ঝড়ের বেগে প্রলয় এসে ঢুকলো—]

প্রলয় ॥ মা, সত্যি কথা বল, তুমি শিখার পরিচয় জানতে ?

ইন্দ্রাণী ॥ (চম্‌কে ওঠে) শিখার পরিচয়! কেন কি হয়েছে! কি জেনেছিস তুই ?

প্রলয় ॥ তুমি বল জানতে কিনা শিখা স্যার হিমাদ্রিশেখরের নাতনী।

ইন্দ্রাণী ॥ হ্যাঁ জানতাম। শিবানীদি স্যার হিমাদ্রিশেখরের ভাইঝি!

প্রলয় ॥ আমায় তবে একথা এতদিন বলনি কেন? তোমাকে কতদিন জিজ্ঞাসা করেছি, শিখাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কেউ বলনি? হুঁ, সেই জন্যই শিখা এতদিন বাড়ীতে যেতে নিষেধ করেছে, address দেয়নি!

ইন্দ্রাণী ॥ তা হোকনা ওরা বড়লোক, তাতে আমাদের কি ?

প্রলয় ॥ না-মা—কিছু নয় তবে—

ইন্দ্রাণী ॥ ও-কথা বাদ দে—চ' খেয়ে নিবি, রাত হয়েছে।

প্রলয় ॥ না মা! এখন খেতে পারবো না, ক্ষিদে নেই একদম। তুমি বরং একটু চা করে দাও আমায়।

ইন্দ্রাণী ॥ এতরাত্রে আবার চা! এরপর আর একদম ভাত খেতে পারবিনা।

প্রলয় ॥ না পারবো—তুমি একটু চা দাও। মাথাটা বড্ড ধরেছে।

ইন্দ্রাণী ॥ ব'স তাহলে একটু, আমি চা করে আনি! (প্রস্থান)

[প্রলয় বসে বসে নানাকথা ভাবছিল—এমন সময় খুব শান্তভাবে শিখা ঘরে ঢুকলো]

শিখা ॥ তুমি এমন ভাবে চলে এলে—

প্রলয় ॥ এই যে আসুন শিখা দেবী।

শিখা ॥ [আহত স্বরে] প্রলয়, তুমিও আমায় ভুল বুঝছো!

প্রলয় ॥ নাতো। এতদিন বরং ভুল করেছিলাম। আমাদের মালিক আপনারা—

শিখা ॥ প্রলয়, তার চেয়ে বলনা আমায় চলে যেতে।

প্রলয় ॥ না বললেও যে আপনি বেশিক্ষণ থাকবেন না তা আমি জানি। এতদিন বেশ রগড় করলেন আমাকে নিয়ে না?

শিখা ॥ প্রলয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি এভাবে আমাকে অপমান করোনা। আমার ভালবাসার তুমি এভাবে অমর্যাদা করোনা।

প্রলয় ॥ ভালবাস তুমি! তবে এতদিন কেন তুমি তোমার পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলে? বল, কেন তুমি একটি দিনও জানতে দাওনি যে তোমার সংগে আমার অবস্থার বিস্তর ব্যবধান।

শিখা ॥ মা'র নিষেধ ছিল!

প্রলয় ॥ মাসীমার নিষেধ ছিল!

শিখা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু এটাকেই বা এতবড় করে দেখছ কেন?

প্রলয় ॥ কেন দেখছি! (অস্থির ভাবে) শিখা, আমার কেবলই মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছ—নাগালের একদম বাইরে।

শিখা ॥ সেটা তোমার ভুল—তুমি যে আমার সব প্রলয়—আমার সমস্ত সত্তাই যে আজ তোমার মাঝে হারিয়ে গেছে।

প্রলয় ॥ (বুকের কাছে টেনে নিয়ে) শিখা—সত্যি আমি ভুল করেছিলাম। এস শিখা—আমি আর পারিনা একা একা—তুমি এবার চিরদিনের মত আমার পাশে এসে—

শিখা ॥ (অস্ফুটস্বরে) প্রলয়!...চল প্রলয়, আমরা ওখানটায় বসি। [প্রলয়কে

নিয়ে গিয়ে শিখা খাটের ওপর বসে, প্রলয় একটি মোড়ার ওপর ব'সে শিখার হাঁটুতে মাথা রাখে। তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে শিখা আবৃত্তি ক'রতে থাকে—কিছুপরে প্রলয়ও তার সংগে যোগ দেয়।]

শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহার শিকলডোর।

তুই তো আমার বন্দী অভাগী, বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে, দেখি কে খুলিতে পারে।
জগৎ-মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণপ্রাণ চিরশৃঙ্খল চরণ জড়ায়ে ধ'রে—
একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি মোরে।

চাও নাহি চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, র'ব পায় পায়, র'ব গায় গায় মিশি—
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
এ অশ্রুজল, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যের মতন বাজিবে সাথে সাথে দিবানিশি॥

নিত্যকালের সঙ্গী আমি যে, আমি যে রে তোর ছায়া;
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে

কভু সম্মুখে কভু পশ্চাতে আমাব আঁধাব কায়া।
গভীব নিশীথে একাকী যখন বসিয়া মলিনপ্রাণে
চমকি উঠিয়া দেখিবি তবাসে,
আমিও বয়েছি বসে তোব পাশে
চেয়ে তোর মুখ-পানে।
যে দিকেই তুই ফিবাবি বয়ান
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যে দিকে চাহিবি আকাশে আমার আঁধাব মুবতি আঁকা,
সকলি পড়িবে আমাব আড়ালে, জগৎ পড়িবে ঢাকা।

[আবৃত্তির মাঝে হঠাৎ ইন্দ্রাণী এসে পড়ে, প্রলয ও শিখাকে ও অবস্থায় দেখে চ'মকে ওঠে।]

ইন্দ্রাণী॥ প্রলয়—

[প্রলয আর শিখা দু'জনে দু'দিকে সরে যায]

প্রলয়॥ মা,—তোমাব এত দেবী হোলো মা ?

[শিখা চ'লে যাচ্ছিল]

ইন্দ্রাণী॥ যেওনা শিখা, শুনে যাও, তোমাব সংগে আমার একটা কথা আছে—

শিখা॥ বলুন।

ইন্দ্রাণী॥ প্রলয়, তুই আজ শিখার যে পবিচয় জেনে এসেছিস সেইটাই সব নয়, আরও আছে—

প্রলয়॥ (অবাক হ'যে) আরও আছে —

ইন্দ্রাণী॥ হ্যাঁ, শিখা তোর মাসতুতো বোন !

প্রলয়॥ (চিৎকার ক'রে) মা ! এ তুমি কি বলছ মা ! শিখা আমার বোন !

ইন্দ্রাণী॥ হ্যাঁ—স্তাব হিমাদ্রিশেখর আমার বাবা—

[কথাটা বলেই ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।]

প্রলয় ॥ মা—শিখা, কি সুন্দর আমার ভাগ্য বলতো শিখা, আমার—আমার সমস্ত জীবন কি—

শিখা ॥ তুমি আমায় ক্ষমা করো। (চ'লে যেতে চায়)

প্রলয় ॥ (বাধা দিয়ে) শিখা—দাঁড়াও, কিছু না ব'লে যেওনা।

শিখা ॥ আর তো বলার কিছু নেই—তুমি, তুমি যে আমার—

প্রলয় ॥ না-না, আমি সে সম্পর্ক মানিনা। আমাদের এতদিনের সম্পর্ক, যা আমরা দিনের পর দিন গড়ে তুলেছি—

শিখা ॥ না-না তা হয় না।

প্রলয় ॥ কেন হয় না! এর জন্য কে দাযী? কেন আমাদের আগে পরিচয় দেওয়া হয়নি! না-না শিখা—আজ আমি আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারবোনা সব কিছু। সমাজ, সংস্কার, নীতি এসব আমি কিছুই মানবোনা—আমার জীবন আমার কাছে সব চেয়ে বড়।

শিখা ॥ কিন্তু আমার কাছে তো তা নয়। আমি তা পারবোনা। হিন্দুর ঘরের বাঙালী মেয়ে আমি, রক্তের সাথে যে সংস্কার আমার মিশে রয়েছে তাকেতো আমি অস্বীকার করতে পারবোনা!

প্রলয় ॥ শিখা—সংস্কারটাই তোমার কাছে বড়! আমার জীবনটা কিছু নয়? না-না, আমি তোমার ঐ সমাজ, সংস্কার কিছুই মানবোনা। তাছাড়া এর আগেই আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি—আজকে তো তাকে অস্বীকার করতে পারি না।

শিখা ॥ সে—তখন আমরা কিছুই জানতাম না। কিন্তু আজকে সমস্ত জেনে শুনে আমি আর তা পারি না—তুমি আমাকে ক্ষমা করো। [প্রস্থানোদ্যত]

প্রলয় ॥ (ভেঙ্গে পড়ে) শিখা! তোমাকে কি আর পাশে আমি কোনদিনও পাবনা—বল, চুপ করে তুমি ওভাবে চলে যেওনা।

শিখা ॥ তুমি আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করোনা প্রলয়—(আবার যেতে চায়)

প্রলয় ॥ না-না আমি তোমাকে এভাবে যেতে দেবনা। দাঁড়াও। বলে যাও সব!

এবার আমি কি করবো ? এই কাজের মাঝে তুমি আমাকে ঠেলে দিয়েছ, নতুন ভাবে ভাবতে শিখিয়েছ তুমি। আমার নিজস্ব সত্তার সাথে তোমার সব কিছু দিয়েছ মিশিয়ে—আজ তুমি কোন অধিকারে—শুধু—শুধু সংস্কারের দোহাই দিয়ে তুমি আমাকে ফেলে যেতে চাও। বল—

শিখা ॥ কিন্তু আমার মনকে যে আমি কিছুতেই মানাতে, পারছিনা—তাছাড়া লোকেই বা কি বলবে ?

প্রলয় ॥ লোকে ! সামান্য লোকের কথার জন্য আমাদের জীবন যাবে নষ্ট হয়ে ! বেশ আমি এখান থেকে চলে যাব—লোকালয়ের বাইরে গিয়ে ঘর বাঁধবো তোমকে নিয়ে।

শিখা ॥ না-না, তা হয় না—তুমি বুঝছোনা।

প্রলয় ॥ (হঠাৎ যেন আত্মস্থ হয) হ্যাঁ, এবার আমি ঠিক বুঝেছি—শিখা, বেশ তুমি যাও। কিন্তু শিখা, তোমার অভাবে যদি আমি আমাকে হারিযে ফেলি—যদি আবার হারিয়ে ফেলি আমার সমস্ত....

শিখা ॥ প্রলয়, তোমার কাজ তুমি করে যেও—তার মাঝেই তুমি আমাকে পাবে !

প্রলয় ॥ যদি আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলি—যদি পথ দেখতে না পাই আর !

শিখা ॥ আমি আবার পাশে এসে দাঁড়াবো তোমার সহকর্মী হিসাবে। আজ এভাবে চলে যেতে আমারও বড় ব্যথা প্রলয় ! কিন্তু এছাড়া আর উপায় নেই ! লোকে আমাদের ভালবাসার মর্যাদা দেবেনা—তারা মনে করবে, শুধু দেহের তাগিদেই আমাদের এ মিলন—না না প্রলয়, ও অসম্মানের বোঝা আমি বাড়াতে পারবো না। তুমি আমায় ভুল বুঝোনা—আমি যাই।

[কান্না চেপে শিখা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাথরের মূর্তির মত প্রলয় দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে 'মাইকে' শিখার আবৃত্তির অংশ ভেসে ওঠে]

নিরজন পথে চলিতে চলিতে সহসা সভয় গনি
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি আমার হাসির ধ্বনি

হেরো তমোঘন মরুময়ী নিশা—
আমার পরান হারায়েছে দিশা,

[স্বরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবার আগেই প্রলয় মঞ্চের ওপর আবৃত্তি ক'রতে থাকে—]

অনন্ত ক্ষুধা অনন্ত তৃষা করিতেছে হাহাকার।
আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে
এ চিরযামিনী ছাড়িব কী করে,
এ ঘোর পিপাসা যুগযুগান্তে মিটিবে কি কভু আর

[আবৃত্তির সংগে সংগে মঞ্চ অন্ধকার হ'য়ে ঘুরে যেতে থাকবে।]

[বিশ্রাম]

॥ একাদশ দৃশ্য ॥

[রায়বাহাদুর হিমাদ্রিশেখরের Drawing Room. বাইরে থেকে ভেসে আসছে গীটারে একটি রবীন্দ্রসংগীতের সুর। শিখা ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর আসে আনন্দ। আলো-আঁধারের মাঝেও তার বুঝতে কষ্ট হয় না যে শিখা কাঁদছে। ঘরের আলোটা জেলে সে দিদিভাইয়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়]

আনন্দ ॥ দিদিভাই, তুই ভেবে দেখ একবার, এখনও যদি তুই না যাস—

শিখা ॥ কোন উপায় নেইরে আনন্দ।

আনন্দ ॥ কেন উপায় নেই! তোকে কেউ বারণ করেছে?

শিখা ॥ কিন্তু কি পরিচয়ে গিয়ে দাঁড়াবো বল!

আনন্দ ॥ যা পরিচয় তোদের ছিল এতদিন।

শিখা ॥ ছেলে মানুষের মত কথা বললি

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, আমি যা বলি সবই তো ছেলেমানুষের মত। ওদিকে লোকটা কি কষ্ট পাচ্ছে জানিস্! আজ সাত দিন ধরে জ্বরে শয্যাগত। এদিকে একটু জল গরম করে দেবার মত কেউ নেই ঘরে।

শিখা ॥ ওর মা তো আছেন—

আনন্দ ॥ সেকি! জানিস না, ওর মা আজ প্রায় একমাস হ'ল কাশী গেছেন।

শিখা ॥ কাশীতে—এখন তবে—

আনন্দ ॥ দিদি, তুই যা।

শিখা ॥ নারে, তা হয়না আনন্দ।

আনন্দ ॥ দেখ দিদি, তুই প্রলয়দাকে না হয় বিয়েই করে ফেল।

শিখা ॥ পাগল তুই!

আনন্দ ॥ নারে, সত্যি কথাই বলছি। না হয় তোরা দুজনে অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকবি। আমি ঠিক তোদের খোঁজ খবর নেব।

শিখা ॥ যা করে লুকিয়ে থাকতে হয়, তা করতে নেই আনন্দ।

[রতনের প্রবেশ]

রতন ॥ দিদিমণি, একজন ভদ্রলোক তোমার সংগে দেখা করতে চান।

শিখা ॥ ভেতরে নিয়ে আয়। [রতনের প্রস্থান]

আনন্দ ॥ কেরে দিদিভাই?

শিখা ॥ কি জানি, দেখি কে! আরে, আপনি অলকবাবু! (অলকের প্রবেশ) আসুন-আসুন—

অলক ॥ ভাল আছেন সব?

শিখা ॥ হ্যাঁ। আপনারা?

অলক ॥ উহুঁ, ভাল নয়। আচ্ছা, আমি ছিলাম না কয়েকদিন--এর মধ্যে কি করে রেখেছেন বলুন তো!

শিখা ॥ সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য অলকবাবু। আচ্ছা, মাসিমা শুনলাম কাশীতে গেছেন

অলক ॥ হ্যাঁ। আপনাদের ঘটনা জেনেই মাসীমা খুব shocked হন। তার ওপর আপনাদের office-এর কে কানাই বাবু গিয়ে প্রলয়ের নামে যা তা সব বানিয়ে বলে এসেছে। কে এক রমার সংগে নাকি ওর বিশ্রী সম্পর্ক আছে। কতকগুলো ছবিও নাকি সে দেখিয়েছে—

আনন্দ ॥ Idiot-টার খুব সাহস হয়েছে দেখছি। দাঁড়াতো তুই দিদিভাই—

শিখা ॥ কোথায় যাচ্ছিস?

আনন্দ ॥ ঐ rascal-টাকে শায়েস্তা করতে। চাব্‌কে আমি ওর পিঠের ছাল তুলে নেব।

শিখা ॥ আঃ-আনন্দ, এখন তুই মাথা গরম করিস না।

অলক ॥ আনন্দ বাবু আপনি বসুন।

আনন্দ ॥ [হঠাৎ] দেখুন, ও বাবু টাবু আমায় বলবেন না। আমার ধাতে পোষায় না।

অলক ॥ আপনার মাথা খুব গরম দেখছি!

আনন্দ ॥ অলকদা—বলছি আপনি-আজ্ঞে ছাড়ুন—ও আমিও পারবোনা, অলকদা এ বাড়ীতে শুধু এই একজন আছে যে আমাকে একটু দেখতে পারে। সুতরাং তার বন্ধুরা—বুঝতেই পারছ আমার কেমন প্রিয়।

অলক ॥ (হেসে ফেলে) আচ্ছা। ভাল কথা, আপনি হঠাৎ আবার প্রলয়ের বোন হয়ে গেলেন কি করে জেনেছেন কিছু?

শিখা ॥ Prof. মিত্তির নাকি এ-বাড়ীতেই পড়ে শুনে মানুষ হন। মাসীমাকেও private পড়াতেন তিনি। কিন্তু তাঁদের বিয়ে দাদু কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। প্রথমতঃ উনি ছিলেন কায়স্থ, তার ওপর আভিজাত্যের দিক থেকেও বিরাট ব্যবধান ছিল। এর পরেই আমাদের এখানে এনে রাখেন। তখন আমরা খুবই ছোট—

অলক ॥ একথা আপনারা কেউ জানতেন না?

শিখা ॥ না। কেউ কোনদিনও একথা বলেন নি। শুধু মা জানতেন। মা

নাকি অনেক বুঝিয়েছেন ওঁদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে, কিন্তু দাদু কিছুতেই রাজী হননি।

অলক॥ ও-যাক, আমি উঠি বুঝলেন। যদি ভাল বোঝেন তো একবার গিয়ে দেখে আসবেন প্রলয়কে ; ও অন্ততঃ একটু সান্ত্বনা পাবে। আজ এ বিপদে ওর পাশে কেউ নেই....আচ্ছা চলি—

শিখা॥ হ্যাঁ শুনুন—ওনাকে একটু সাবধানে থাকতে ব'লবেন। ভাল হয়ে উঠলেও যেন একটু সাবধানে চলা ফেরা করেন।

অলক॥ কেন! এ-কথা কেন বলছেন ?

শিখা॥ দাদা খুব ক্ষেপে উঠেছেন। তার ওপর, এখন আবার জানতে পেরেছেন যে তার ঐ গদীর আসল মালিক প্রলয়বাবু।

অলক॥ ও-আচ্ছা। (প্রস্থান)

আনন্দ॥ লোকটা প্রলয়দার খুব বন্ধু নারে ?

শিখা॥ হুঁ।

[ভরত, কানাই ও ক্ষিতীনের প্রবেশ]

ক্ষিতীন॥ এস-এস—শিখা, তোরা একটু ওপরে যাতো। (শিখা ও আনন্দ চলে যায়) হ্যাঁ, তারপর কি বলছিলে ?

ভরত॥ আজ্ঞে ঐ চোদ্দ জনের ছাঁটাই হবার পর ওরা একেবার ক্ষেপে উঠেছে!

কানাই॥ এবার ওরা ধর্ম্মঘটে নামবে sir!

ক্ষিতীন॥ হ্যাঁ, সেইটাই হবে ওদের শেষ আঘাত। আর এ আঘাত যদি আমরা সহ্য করতে পারি তবেই হবে আমাদের জয়।

কানাই॥ স্যার, হাবুকে যদি এ সময় কাজে লাগাতেন—

ভরত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ sir! বেশী নয়, ওদের মধ্যে তিন চারটেকে যদি ঘায়েল করতে পারেন—ওই হরিপদ, প্রলয়—

ক্ষিতীন॥ আঃ, আস্তে। কেউ যেন টের না পায়। আচ্ছা তোমরা হাবুকে utilise

কর। হ্যাঁ শোন, খুব tactfully, ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন না জানতে পারে যে এর মধ্যে মালিক পক্ষ রয়েছে।

কানাই ॥ আজ্ঞে না স্যার, কেউ জানতে পারবেনা। আর জানলেই বা কি? (টাকাব কথা ইঙ্গিত করে) এ কিছু ফেলে দিলেই সবার মুখ বন্ধ।

ক্ষিতীন ॥ না-না আজকাল অনেক অসুবিধে কানাই। তাছাড়া এদের ism-এর লোক আজ প্রায় সব department-এ, মুস্কিল খুব। তাছাড়া ঐ Labour Commission, ওরাও বড্ড বেশী ভোগায়—

কানাই ॥ যা হোক, তা ভাববেন না কিছু। ভরত তো রয়েইছে—ওরা এখনও জানে ও ওদেরই লোক।

ক্ষিতীন ॥ তাই নাকি! কিছু টের পায়নি এখনও?

ভরত ॥ আজ্ঞে না স্যার। আমিই তো আপনাদের against-এ সবচেয়ে বেশী বলি—তাছাড়া ঐ যে false warning দিয়েছেন আমাকে, ওতেই ওরা খুব বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছে। তবে প্রলয় বাবুকে, আমার মনে হয় আড়ালে আপনার chamber-এ ডেকে শায়েস্তা করলেই ভাল হয়।

ক্ষিতীন ॥ না-না, তাতে জানাজানি হবার chance আছে।

কানাই ॥ আপনি কিছু ভাববেননা Sir. সে ব্যবস্থা আমরা করবো। আপনি শুধু একটু চুপ করে থাকুন।

[ক্ষিতীনের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। পকেট থেকে একতাড়া নোট ওদের সামনে ধরলে ভরত ও কানাই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টাকাগুলো নেয়, ক্ষিতীন হেসে ওঠে—মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায়।]

॥ দ্বাদশ দৃশ্য ॥

[প্রলয়ের ঘর। ঘরের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র অবিন্যস্ত ভাবে ছড়ানো। অসুস্থ প্রলয় শুয়ে রয়েছে। একটু পরে রমা ঘরে ঢুকে প্রলয়ের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে রমা প্রলয়ের কপালে হাত বুলোতে থাকে।]

প্রলয় ॥ কে ?

রমা ॥ আমি প্রলয়দা।

প্রলয় ॥ ও—এতদিনে তোর সময় হ'ল বুঝি ?

রমা ॥ কি করবো বল। এমন সব বদনাম রটিয়েছে যে তোমাকে মুখ দেখাতেই লজ্জা করে।

প্রলয় ॥ বাঃ, বেশ তোর যুক্তি। জানোয়ারেরা কি বলবে সেই ভয়ে বোন ভাইয়ের কাছে আসবে না। ওরে আজ দুনিয়াটাই যে এ অবস্থায় এসে গেছে। সমস্ত অসুস্থ মন—jaundice বুঝেছিস—সব jaundice-এ ভুগছে—ছেলে আর মেয়ের ঐ এক সম্পর্ক ছাড়া কেউ আর অন্য কিছু ভাবতে পারেনা। আমায় মা-ই আমাকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

রমা ॥ সত্যি, খুবই দুঃখের কথা। এ সময় যদি মাসীমা থাকতেন—

প্রলয় ॥ আমার দুর্ভাগ্য রমা, অভিশপ্ত জীবন আমার। যারাই আমার সাথে জড়িয়ে পড়েছে তারাই পেয়েছে কেবল দুঃখ। তাইতো আজ আর কাউকে কাছে ডাকতে সাহস পাইনা রমা—যারা সরে যাচ্ছে তারাই হয়তো জীবনে শান্তি পাবে....রমা, তোরাও চলে যা, সবাই চলে যা ; শুধু আমি পড়ে থাকি একা—দেখি আমার পরিণতি—

রমা ॥ এ সময় ওসব আজেবাজে চিন্তা করোনা দাদা। তোমার এখনই সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার। ওদিকে strike চলেছে কারখানায়। মালিকেরা ভয় দেখাচ্ছে Lockout করে দেবে বলে।

[বঙ্কিনাথ প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে।]

বঙ্কি ॥ এই যে রমা তুই এখানে—প্রলয়দা ওদিকে সর্ব্বনাশ হয়েছে, গুণ্ডা লাগিয়ে হাঙ্গামা সুরু করেছে মালিকেরা।

প্রলয় ॥ কি—গুণ্ডা লাগিয়েছে!

বঙ্কি ॥ হ্যাঁ। ওদিকে হরিদাকে আর সান্টুকে খুব জখম করেছে; ওদের হাসপাতালে নিযে গেছে।

রমা ॥ [কেঁদে ফেলে] প্রলযদা!

প্রলয় ॥ দাঁড়া, এখন কাঁদবার সময় নয়। এ হবে তা আমরা জানতাম—আজ ন্যাযেব লড়াইয়ে এমন অনেক বক্ত আমাদেব দিতে হবে। সইতে না পারিস সবে যা, কবতে হবে না তোকে union-এর কাজ।

রমা ॥ [সংযত হয়ে] না-না, আমি ভুল কবেছি। প্রথমে খববটা ঠিকভাবে নিতে পাবিনি। তুমি ক্ষমা কব প্রলযদা।

প্রলয় ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-এইতো, এমন কথাই আমি চাই তোদের মুখ থেকে—বঙ্কিনাথ gate-এ আমাদেব সবাই আছে তো?

বঙ্কি ॥ হ্যাঁ আছে। তুমি চলো একবাব। সবাই ঘাবড়ে গেছে, তোমায় দেখলে হযতো সাহস পাবে।

প্রলয় ॥ বেশ চল। রমা চাদরটা দে তো!

রমা ॥ তুমি এত জ্বর নিয়ে—

প্রলয় ॥ আঃ—এখন নিজের কথা ভাবলে চলবে না।

(নেপথ্যে সান্টু ॥ প্রলয়দা আছ!)

—কে, সান্টু!

(সান্টু পঙ্কজকে নিয়ে ঢুকলো)

বঙ্কি ॥ কি ব্যাপার, তোমায় ছেড়ে দিল হাসপাতাল থেকে?

সান্টু ॥ হ্যাঁ। আমার বিশেষ লাগেনি, মাথাটা ফেটে গিয়েছিল একটু—হরিদার জখমটাই একটু বেশি, তবে ভয়ের কিছু নেই ডাক্তার বলেছে।

রমা ॥ এখন কি করছে দেখে এলে সান্টুদা।

সান্টু ॥ ঘুমুচ্ছে। ঘাবরাস না, শালা সামনে থেকে এসে মারতে পারতো—পেছন থেকেই পারবে কুত্তার দল—দেখনা এবার, ঐ কানাই ব্যাটাকে একবার পাই সামনে, শালার বাপের নাম আমি ভুলিয়ে দেবো।

প্রলয় ॥ আঃ-সান্টু, কি হচ্ছে?

সান্টু ॥ প্রলয়দা, তুমি যত পার বকো এই strike-টা মিটে গেলে, এখন কিছু শুনবো না। ও শালার যতটা রক্ত দিয়েছি তার ডবল যদি না নিতে পারি তো আমার নামই সান্টুই নয়।

পঙ্কজ ॥ কিন্তু রক্ত দিয়ে তো ভাই এর ফয়সালা হবেনা।

প্রলয় ॥ (এতক্ষণে লক্ষ্য করে) আপনাকে তো চিনলাম না!

বস্তি ॥ ওহো এঁর সংগে তোমার পরিচয় নেই—এঁর নাম পঙ্কজ দত্ত, আজ দুদিন ধরে আমাদের সংগে কাজ করছেন, Indian Labour Association-এর Secretary.

প্রলয় ॥ তাই নাকি, ওহো নমস্কার! আপনাদেরও তবে সমর্থন আছে।

পঙ্কজ ॥ নিশ্চয়ই। আর demand-গুলো তো শুধু আপনাদের নিজেদের নয়, প্রায় সমস্ত mill-factory-তেই যে ঐ এক সমস্যা, তাইতো আমরা সবাই join করছি আপনাদের সংগে। আজ বিকেলে আরও তিন-চারটে factory-র শ্রমিকরা procession করে আসবে আপনাদের gate-এ।

প্রলয় ॥ তাই নাকি! তবে খুব সাহস পাচ্ছি এবার পঙ্কজবাবু। মালিকদের এবার নতি স্বীকার করতেই হবে। চলুন আমি আজ একবার gate-এ যাবো

(বাইরে থেকে কানাই ডাকে—প্রলয় বাবু!)

কে—কানাইদা, ভেতরে এস।

[কানাই ঘরে ঢোকামাত্র সান্টু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে]

সান্টু ॥ শালা কুত্তার বাচ্চা—

প্রলয় ॥ (বাধা দেয়) আঃ-সান্টু ছাড়।

সান্টু ॥ না-না তুমি ছেড়ে দাও প্রলয়দা—শালাকে আজ মেরেই ফেলবো।

প্রলয় ॥ কি-হচ্ছে কি! তোমায় ছাড়তে বলছি না!

সান্টু ॥ (ছেড়ে দিয়ে) প্রলয়দা কি বলবো, তুমি খুব ক্ষতি করলে—এই একটা পাপ যে কত সর্ব্বনাশ করবে—

কানাই ॥ (খুব ভয়ে ভয়ে) বা-বা, আমার কি দোষ! তোমরা মিছেমিছি আমাকে—

সান্টু ॥ (আবার তেড়ে য য) চুপ কর শালা, ফের যদি—

প্রলয় ॥ সান্টু!

সান্টু ॥ না-না তুমি ওকে কথা বলতে নিষেধ করে দাও।

প্রলয় ॥ বলুন আপনি কি বলতে এসেছেন?

কানাই ॥ Managor-বাবু আপনাদের striko withdraw করে নিতে বলেছেন। তিনি আপনাদের কিছু সর্ত্ত মানতে রাজী হয়েছেন।

প্রলয় ॥ তাই নাকি? হঠাৎ?

কানাই ॥ তবে আপনাদেরও কিছু কিছু ছাড়তে হবে।

প্রলয় ॥ যেমন?

কানাই ॥ সেটা উনি আলাপ-আলোচনা করে স্থির করবেন।

বস্তি ॥ বেশ, আগে তাই স্থির হোক, agreement হোক একটা; তারপর আমরা strike withdraw করবো।

কানাই ॥ হ্যাঁ-তিনিও তাই বলেছেন। আজ সন্ধ্যেবেলা আপনাদের মধ্যে থেকে নেতৃস্থানীয় দু' একজন যাবেন, সেখানেই সমস্ত agreement হবে—

প্রলয় ॥ ও, পঙ্কজবাবু কি বলেন?

পঙ্কজ ॥ বেশ তো তাই হবে। আচ্ছা আপনি এবার আসুন।

(কানাই-এর প্রস্থান)

[সবার অলক্ষে সান্টু কানাইকে ধরবার জন্ত পেছনে পেছনে যাবার চেষ্টা করে, প্রলয় ডাক দেয়]

প্রলয় ॥ সান্টু তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

সান্টু ॥ (থমকে দাঁড়িয়ে আপসোসের স্বরে) উঁ—না শালা কুকুরটা এমনিই চলে গেল প্রলয়দা।

প্রলয় ॥ (হেসে) তোমার মাথা বড্ড গরম হয়ে গেছে। তুমি চুপ করে একটু বস।

বঙ্কি ॥ তবে সন্ধ্যেবেলা কে-কে যাবে ? হরিদাওতো এখন হাসপাতালে।

রমা ॥ প্রলয়দা আর পঙ্কজদা যাক্‌।

পঙ্কজ ॥ না-না আমি অন্য union থেকে এসে—সেটা ঠিক ভাল হবে না। এদেরই মধ্যে কেউ একজন যাবে।

ভরত ॥ হ্যাঁ আমিও তাই বলি—প্রলয যাক আব তাব সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ কেউ একজন যাবে।

প্রলয় ॥ বেশ বঙ্কিনাথ তবে চল।

পঙ্কজ ॥ না-না বঙ্কিনাথ গেলে gate meeting-এব অসুবিধে হবে। তার চেয়ে ভরত বাবুই যাক না হয়।

প্রলয় ॥ ভরতদা—

ভরত ॥ না-না আমি গেলে ভাল হবেনা। আমি আবার একটু কড়া কড়া বলিতো, সেটা আবার প্রলযের পছন্দ নয়। তাছাড়া secret meeting-এ আমি থাকলে প্রলয়ের অসুবিধে হতে পারে, কেননা agreement-এ যা সই হবে সবাইকে তো তাই মানতে হবে।

বঙ্কি ॥ ভরতদা, তোমার এ অভ্যেস-টা আর গেলনা।

প্রলয় ॥ বেশ—ভরতদাই চলুক আমার সংগে। রমা, তুই যা একটু চা করে নিয়ে আয়। পঙ্কজ বাবু, আসুন বসে একটা খসড়া করে নিই আমাদের agreement-গুলোর।

পঙ্কজ ॥ হ্যাঁ আসুন।

(দু'জনে বসে খসড়া করতে সুরু করে—মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায়)

॥ ত্রয়োদশ দৃশ্য ॥

[Workshop-এর ভেতর ক্ষিতীনের chamber. আলো-আঁধারির মাঝে বসে ক্ষিতীন শেষবারের মত agreement-খানা দেখে নিল। ধীর পদক্ষেপে কানাই এসে ঘরে ঢুকলো]

ক্ষিতীন ॥ ওদিকে সব ঠিক আছে কানাই ?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—কোন ঝামেলা হবেনা। আপনি যে ভাবেই হোক agreement-টায় সই করিয়ে নেবেন।

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ, এখন কোন গণ্ডগোল করা ঠিক হবেনা। অন্যান্য কারখানার অনেক শ্রমিক ওদের সংগে join করেছে—আমাকে এইমাত্র Indian Engineering Works থেকে Johnson ring করছিল।

কানাই ॥ তাই নাকি ? কি বললে সে ?

ক্ষিতীন ॥ বললে tactfully strike-টাকে withdraw করাতে হবে। যদি না হয়, তবে anyhow ওটা বানচাল করিয়ে দিতে হবে। কেননা আর কয়েকদিন strike linger করলে ওদের factory-তেও এর reaction হতে পারে।

কানাই ॥ যে যার নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত।

ক্ষিতীন ॥ তাছাড়া আবার কি ? এদিকে এ ক'দিনে যে আমার কি heavy loss হয়ে গেল সে আমিই জানি। যাক্—আচ্ছা কানাই, ওরা যে এতদিন ধরে strike চালাচ্ছে, ওদের চলছে কি করে বলতো ?

কানাই ॥ স্যা-র, সমস্ত mill-factory-র union-গুলো ওদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছে ; তাছাড়া রাস্তায় box-collection-ও খুব হচ্ছে—

ক্ষিতীন ॥ তাই নাকি ? জনসাধারণেরও মাথা খারাপ হলো নাকি ? ওদের কি স্বার্থ ?

কানাই ॥ হুজুগ স্যার—হুজুগ, নইলে কার মাথা ব্যথা বলুন তো পয়সা দেবার—

ক্ষিতীন ॥ হুঁ—union থেকে represent করতে কে কে আসবে জানতে পেরেছ ?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—ঐ প্রলয় আর ভরত।

ক্ষিতীন ॥ তাই নাকি! তবে তো বেশ ভালই হল। এই ওদের বুদ্ধি এ্যাঁ! ভরত শ্রমিক দরদী—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কানাই ॥ আমি তাহলে একটু সরে থাকি স্যার ?

ক্ষিতীন ॥ হ্যাঁ—তুমি ঐ পেছনের gate-এ অপেক্ষা করবে। প্রথমে আমি খুব ভাল মুখেই কাজ হাঁসিল করবার চেষ্টা করব। তাতে যদি রাজী হয় তো ভাল—তা না হলে ঐ বার্গসিং—তখন দরকার পড়বে তোমার—একেবারে পাচার করে দেবে ওকে—কেউ যেন কোনরকম টের না পায়—

কানাই ॥ আচ্ছা স্যার। তবে প্রাণে একেবারে—মানে পুলিশ-থানার হাঙ্গামা—

ক্ষিতীন ॥ আঃ—তার জন্য কোন ভয় নেই, সে আমি ঠিক করবো—তুমি যাও।

কানাই ॥ আচ্ছা স্যার। [প্রস্থান]

ক্ষিতীন ॥ Now you প্রলয়—আমার জীবনের কাঁটা—দেখি তোমার আদর্শবাদ—হুঁ:-শ্রমিক দরদী—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[নেপথ্যে প্রলয় ॥ আসতে পারি ?]

ক্ষিতীন ॥ Oh sure-sure. I was just waiting for you.

প্রলয় ॥ অশেষ ধন্যবাদ। আর আপনি আমাদের সর্ত্তগুলো মেনে নিতে রাজী হয়ে যে উদারতা দেখিয়েছেন, তার জন্য union-এর তরফ থেকে আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাই।

ক্ষিতীন ॥ না-না উদারতার কিছুই নেই। শুধু সত্যকে মেনে নেওয়া আর কি। আমি agreement তৈরী করেই রেখেছি—আপনি শুধু সইটা করে দিলেই সমস্ত ঝামেলা মিটে যায়।

প্রলয় ॥ কোন কোন সর্ত্তগুলো বাদ গেল জানতে পারি ? দেখি agreement-খানা।

ক্ষিতীন ॥ আহা সে হবে'খন—তার আগে একটু মিষ্টি মুখ করে নিন্, এতদিনের যুদ্ধ যখন আমাদের শেষ হচ্ছে—রামসিং—(রামসিং-এর প্রবেশ)

রামসিং ॥ হুজুর—

ক্ষিতীন ॥ যাও-খানা লে আও।

রামসিং ॥ জী— [প্রস্থান]

প্রলয় ॥ আমাদের কাজের কথা এবার সুরু হলেই ভাল হতো।

ক্ষিতীন ॥ আহা-সে না হয় একটু পরে হলেই হল। Condition-গুলো প্রায় সবই ঠিক আছে। তবে এই strike period-এর টাকাটা—ও ব্যাপারটা আপনাদের একটু consider করতে হবে। তাছাড়া আর বিশেষ কিছু বাদ নেই—

প্রলয় ॥ সেকি! তা কি করে হয়?

ক্ষিতীন ॥ হয়-হয় প্রলয়বাবু, আপনি বললেই হয়।

প্রলয় ॥ আমিই বা অমন কথা বলতে যাবো কেন?

ক্ষিতীন ॥ আমাদের অবস্থাটাও একটু ভেবে দেখুন। এ-কদিনে কি huge loss হয়ে গেল আমাদের। যাক্ সে সব পরে আলোচনা হবে—আগে চা-টা খেয়ে নিন্। (রামসিং খাবার নিয়ে এল) এই যে রামসিং দাও—হ্যাঁ-হ্যাঁ-ওখানেই রাখ। সুরু করুন প্রলয়বাবু, ভরতবাবু নিন ওটুকু একটু মুখে দিয়ে নিন।

প্রলয় ॥ (একটি কেক্ তুলে মুখে দিতে গিয়ে লক্ষ্য করে তার নীচে একটি চেক্—কেক্‌টি আবার যথাস্থানে রেখে plate-টি ঠেলে দিয়ে) এ plate-টা বোধহয় ভরতদার, ভুল করে আমায় দিয়ে দিয়েছে।

ক্ষিতীন ॥ না-না ও আপনারই, নিন আপনি খান।

প্রলয় ॥ তবে বোধ হয় এই cheque-টা আপনার, ভুল করে এখানে রয়ে গেছে। এটা রাখুন আপনি—

ক্ষিতীন ॥ না-না কোন ভুল হয়নি। ও plate-এর সব আপনার। নিন্ ওটাও আপনি রাখুন।

প্রলয় ॥ লোক চিন্‌তে আপনার একটু ভুল হয়ে গেছে ক্ষিতীনবাবু—টাকা দিয়ে সব মাথা কেনা যায় না।

ক্ষিতীন ॥ আহা don't take it otherwise. ওটা আপনার সম্মানি।

প্রলয় ॥ ধন্যবাদ ! এটা আপনি রাখুন। আর কই দেখি আমাদের agreement.

ক্ষিতীন ॥ না-আপনাকে আর বোঝানো যাবেনা। এতবড ভুল করবেন না প্রলয়বাবু—এখনও ভাল করে ভেবে দেখুন—ওটাতে যে অঙ্ক লেখা আছে তা আপনি সারা জীবনেও রোজগার কবতে পারবেন না। এখনও আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি, ভাল করে ভেবে দেখুন।

প্রলয় ॥ এবার আমাকে দয়া করে agreement-খানা দেখান।

ক্ষিতীন ॥ Well, here is your agreement. Please have a sign over it.

প্রলয় ॥ (পড়ে) How is it ! এখানে তো আমাদের কোন সর্ত্তই মানা হয়নি আপনি কি আমার সংগে পরিহাস করছেন ক্ষিতীনবাবু ?

ক্ষিতীন ॥ আপনার নিজের সম্বন্ধে খুব বড় ধারণা দেখছি প্রলয়বাবু। ক্ষিতীন মুখার্জ্জী যা-তা লোকের সংগে পরিহাস করেনা। যা সত্যি তাই দিলাম—আপনি এবার সই করুন।

প্রলয় ॥ আপনি কি চোখ রাঙিয়ে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে চান ?

ক্ষিতীন ॥ Exactly. শুধু লাল চোখে যদি কাজ হয় তো ভাল—

প্রলয় ॥ নইলে বলপ্রয়োগ করতেও আপনারা পেছপা হবেন না।

ক্ষিতীন ॥ আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনার অনুমানে ভুল হয় না—নিন sign করুন এবার।

প্রলয় ॥ মাপ করবেন। আপনার সংগে কোন কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে—আচ্ছা আমি চলি। (প্রস্থানোদ্যত)

ক্ষিতীন ॥ দাঁড়ান।

প্রলয় ॥ না।

ক্ষিতীন ॥ রামসিং—(রামসিং বাধা দেয়) হাঃ-হাঃ-হাঃ—বুঝতে পারছেন, অত সহজে এখান থেকে পার পাওয়া যায় না। আপনাকে এখনও ভাল কথা বলছি, নিন sign করুন—তাতে labour-দেরও মঙ্গল হবে।

প্রলয় ॥ Labour-দের কিসে মঙ্গল-অমঙ্গল সেটা বোঝার মত ক্ষমতা আমার আছে—আমাকে যেতে দিন।

ক্ষিতীন ॥ তা থাকলে এভাবে সবাইকে strike-এ নামাতেন না। আজ আমি যদি company lockout করে দিই, কাল এতগুলো লোকের কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখেছেন ?

প্রলয় ॥ হ্যাঁ-কিন্তু lockout করতেও আপনাদের দেওয়া হবে না এবং আপনারাও তা করবেন না তা আমরা ভাল ভাবেই জানি। কেননা তাতে আপনাদেরও কম ক্ষতি নয়। যাক্, যা করবার করবেন, আপাততঃ আমাকে যেতে দিন।

ক্ষিতীন ॥ না আপনাকে এভাবে যেতে দেওয়া হবেনা। You have to sign over it.

ভরত ॥ ওঁকে যেতে দিন Sir.

ক্ষিতীন ॥ আঃ তুমি এর মধ্যে কোন কথা বলনা idiot.

ভরত ॥ Manager-বাবু আপনার প্যাঁচের একটু ভুল হয়ে গেছে। নিজের স্বার্থের জন্য আপনাদের পেছনে অনেক ছুটেছি—ভুল বুঝে নিজের ভাইদের করেছি অনেক সর্বনাশ, কিন্তু আর নয়—আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো।

প্রলয় ॥ (আনন্দে) ভরতদা !

ভরত ॥ ভাই—না-না, আমাকে দাদা বলে ডাকিস্‌না—স্বার্থলোভী কুকুর আমি—তোকে বিশ্বাস করিনি কোনদিন। ভেবেছিলাম তুইও বোধহয় নিজের কাজ গুছোবার তালে আছিস—কিন্তু আজ আমার সে বিশ্বাস তুই ভেঙে দিয়েছিস্। উঃ—আমি কি করেছি প্রলয়—ভুল বুঝে আমি এ কি করেছি!

ক্ষিতীন ॥ ভরত ! এটা পাগলামো কবার যায়গা নয়—তুমি এখান থেকে যাও—

ভরত ॥ আপনার ঐ চোখ রাঙানোকে যে ভয় কবতো, সে আজ মবে গেছে Manager-বাবু—চল প্রলয়, আমবা চলে যাই এখান থেকে—ওটা ভণ্ড—কিছুই মানবেনা আমাদেব সর্ত্ত, শুধু ভাওতা।

ক্ষিতীন ॥ (ক্ষেপে গিয়ে চড মাবে) Shut up. বামসিং ইসকো বহাব নিকল দো। (বামসিং ঘাড ধাক্কা দিযে বেব কবে দেয) নিন্ সই করুন আপনি।

প্রলয় ॥ ক্ষিতীনবাবু, অনেকক্ষণ দাঁডিযে দাঁড়িয়ে আপনাব পাগলামো দেখেছি, আব নয—আমি চল্লাম, আপনি যা ইচ্ছে তাই কবতে পাবেন। (যেতে গিয়ে দেখে দুজন যণ্ডা-মার্কা লোক পথ আগলে বয়েছে।)

ক্ষিতীন ॥ হোঃ-হোঃ-হোঃ। Get inside—এই লে আও—নিন সই করুন।

প্রলয় ॥ No-no-never. আপনি যতই পাগলামো করুন, আমি তা পাববো না।

ক্ষিতীন ॥ You must. এই হামাবা হাণ্টাব (একজন হাণ্টাব দিল) সই কববেন কিনা ?

প্রলয় ॥ এক প্রশ্নেব উত্তব আমি বাবে-বাবে দিই না—

ক্ষিতীন ॥ (মেবে) Now, what's your reply.

প্রলয় ॥ (উত্তেজিত ভাবে) ও—উত্তব চাই, না ? অনেকক্ষণ সহ্য কবেছি—you scoundrel—(ক্ষিতীনেব ওপব ঝাঁপিযে পডতে গিযে পেছন থেকে বাধা পায়)

ক্ষিতীন ॥ হোঃ-হোঃ-হোঃ—বামসিং, লাগাও চাবুক (বামসিং মাবতে থাকে) কি এখনও সই কববেন তো বলুন।

প্রলয় ॥ না।

(ক্ষিতীন ইসাবা কবে—বামসিং আবাব মারতে সুরু করে)

রামসিং ॥ (হঠাৎ থেমে) বাবুজী, ইয়ে বেহুঁশ হো গয়া।

ক্ষিতীন ॥ এঁ্যা—প্রলয়-প্রলয় (ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে) ও, আচ্ছা এক কাজ কর—বাইরের দরজা দিয়ে একে বের করে দিয়ে আয়—কানাই আছে, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

(রামসিং হিঁচড়তে হিঁচড়তে প্রলয়কে নিতে থাকে—
অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যাবে)

॥ চতুর্দশ দৃশ্য ॥

[হরিপদর ঘর, রমা বসে বসে পোষ্টার লিখছে—সান্টু এল]

সান্টু ॥ কি করছিস্‌রে রমা ?

রমা ॥ একি ! তুমি এ সময়ে এখানে ! Gate-এ কারা আছে ?

সান্টু ॥ আছে অনেকেই—next batch-ও এসে গেছে। আমি হাসপাতালে তোর বাবাকে দেখে এলাম।

রমা ॥ হ্যাঁ আমিও গিয়েছিলাম, তুমি আসার পরেই—

সান্টু ॥ ঐ ভরত আর কানাই, বুঝলি, ও দুটোই হচ্ছে যত নষ্টের মূল—যদি একবার সামনা-সামনি পাইনা ও দুটোকে, দেখবি একবার কি করি ! রক্তের বদলে যদি রক্ত না নিই তো আমার নাম সান্টুই নয়।

রমা ॥ ছিঃ সান্টুদা ! এরকম কথা বলতে নেই। ওভাবে কি এতদিনের রোগ সাবানো যায় ?

সান্টু ॥ দেখ্, তুই ঐ প্রলয়দা আর পঙ্কজদার কথাগুলো ধার করে বলিসনা।

রমা ॥ ধার হবে কেন—ওঁদের নীতিগুলোইত' আমাদের বুঝতে হবে, নিতে হবে।

সান্টু ॥ উঁ—হ্যাঁ তা তুই ঠিকই বলেছিস। যাক্ শোন্, তোর সঙ্গে আমার একটা কথাও আছে।

রমা ॥ আমার সঙ্গে কথা। বেশ বল।

সান্টু ॥ না-না ওভাবে শুনলে হবেনা। ও poster-গুলো তুই এখন রাখ—খুব দরকারী কথা।

রমা ॥ তোমার কথা বলার ধরন দেখে কিন্তু আমার খুব ভয় করছে সান্টুদা—আচ্ছা বল।

সান্টু ॥ দেখ্, তুই আমাকে ঐ দাদা-ঠাদা বলে ডাকিস্‌না।

রমা ॥ কেন ?

সাণ্টু॥ তোর মুখ থেকে আমার ঐ দাদা ডাকটা খুব ভাল লাগেনা।

রমা॥ সাণ্টুদা! অনেকক্ষণ পিকেটিং করে এসেছ, মাথা গরম হয়ে গেছে। যাও ভেতর থেকে ভাল করে মাথাটা ধুয়ে এস।

সাণ্টু॥ না, তুই এভাবে আমাব কথা এড়িয়ে যেতে পারবিনা। শোন্, আমি তোকে বিয়ে করবো।

রমা॥ সাণ্টুদা!

সাণ্টু॥ উঃ আবার সেই দাদা।

রমা॥ না-তা হয়না। তুমি যাও।

সাণ্টু॥ কেন হয় না? বিয়ে তোকে একদিন করতেই হবে। তবে আমি যখন তোকে ভালবাসি তখন আমায় কেন তুই বিয়ে কববিনা।

রমা॥ ঠিক এভাবে কানাইদাও একদিন বলেছিল কিন্তু—

সাণ্টু॥ কানাই বলেছিল—ওঃ, হাবামজাদার এতদূব সাহস!

রমা॥ কেন, তুমি বলতে পার আর সে বলতে পাবে না—তার কি দোষ?

সাণ্টু॥ রমা! তুই আর যাই বলিস, ওর সংগে আমাব তুলনা কবিসনা। আমি আর কানাই এক—আমাব ভালবাসা তুই কানাই-এর সংগে তুলনা করলি? আমি তোর ঐ কানাই-এর মত মানুষ—

রমা॥ সে কথাতো আমি বলিনি। আমি বলেছি তোমরা প্রায সব পুরুষগুলোই ঠিক এক ধাচের, ঐ একটি কথা এক ভাষাতেই বল—

সাণ্টু॥ না-রমা-না, সেটা তোর বোঝার ভুল। সব পুরুষ এক নয়। কানাই আর সাণ্টুতে অনেক তফাৎ। আমি শুধু তোকেই ভালবাসি, তোর আর কিছু নয়। চেয়েছিলাম তোকে আমার ঘরে এনে—যাক্—তুই আমায় খুব অপমান করলি রমা। জানি আমি মুখ্যু, লেখাপড়া বেশী শিখিনি, গোঁয়ার আমি, আমাকে কোন মেয়ের হয়তো ভালবাসা সম্ভব নয়, কিন্তু—সেটা তুই অন্যভাবে বলতে পারতি; তা বলে তুই কানাই-এর সংগে তুলনা করবি আমার!

রমা ॥ (খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে রমা—পরে নিজেকে তৈরী করে নিয়ে) আমার অন্যায় হয়ে গেছে সাণ্টুদা, তুমি কিছু মনে করোনা, বসো তুমি।

সাণ্টু ॥ না-না, আমারই অন্যায় হয়েছে রমা। আমি নিজেকে যাচাই করে দেখিনি। ভেবেছি আমি যখন এত ভালবাসি তখন আর বাধা কোথায়?

রমা ॥ (মৃদু হেসে) তুমি কিন্তু যাকে-তাকে আমার ভাই বানাতে পারবেনা।

সাণ্টু ॥ মানে? এ কথা'র অর্থ?

রমা ॥ সত্যি তুমি গোঁয়ার একটা—কিচ্ছু বোঝনা। তুমি সবাইকে শালা বললে তারা আমার কি হবে শুনি?

সাণ্টু ॥ রমা! সত্যি!

রমা ॥ হ্যাঁ-সত্যি। কিন্তু তুমি আমাকে আর তুই করেও বলতে পারবেনা।

সাণ্টু ॥ না-না, পাগল হয়েছিস? সে তুই কিচ্ছু ভাবিস্ না—ঐ যা—দেখ রমা, আমার দ্বারা বোধহয় আর তুমি বলা হবেনা। তারচেয়ে এক কাজ কর না, তুই ও আমাকে তুই করে বলিস।

রমা ॥ যাও, তা হয় কখনো?

সাণ্টু ॥ খুব হয়-খুব হয়। সবার সামনে না হয় না বললি---আরে হাজার হোক আমরা দুজনে বন্ধুতো বটে। যাক্‌গে সে সব ঠিক হয়ে যাবে'খন। আচ্ছা রমা, প্রথমে তুই না করতে গেলি কেন বলতো?

রমা ॥ কোন মেয়েকে হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করলে সে বুঝি চট করে রাজী হয়ে যেতে পারে—লজ্জা করেনা তার?

সাণ্টু ॥ তবে এখুনি যে আবার হুট্ করে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলি?

রমা ॥ তুমি যা ক্ষেপে উঠেছিলে! ভয় হলো আবার না জানি কি কেলেঙ্কারী করে বসো।

সাণ্টু ॥ এবার দেখবি কি করি। খুব সাজিয়ে একটা সংসার পাতবো, বুঝলি খুব সুন্দর করে—আমার ঘরেই 'এবার হবে union-এর office.' সবাই এবার থেকে আমার ঘরে আসবে—'

রমা ॥ হ্যাঁ-আর আমার নামে বদনাম ছড়াক—

সাণ্টু ॥ ও শালা কুত্তাদের কথা বাদ দে।

রমা ॥ এইরে, এবার কুত্তাকেও আমার ভাই বানিয়ে ছাড়লে।

সাণ্টু ॥ (লজ্জা পেয়ে) ওহো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। যাক্‌গে শোন, তুই সারাদিন poster লিখবি বুঝলি—union-এর কাজ করবি, কিন্তু রাত্তিরে শোবার পরও যদি ওসব ঘ্যানর ঘ্যানর করবি তো দেব মুখ ভেঙে—

রমা ॥ উঃ বড্ড ভালবাস দেখছি—

সাণ্টু ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলে) ভয় পাসনা, ওটা এমনি মুখের কথা বললাম—

[নেপথ্যে হঠাৎ ভরতের ডাক শোনা যায়—রমা আছ, রমা।]

রমা ॥ কে?

[নেপথ্যে ভরত ॥ আমি ভরত। বদ্যিনাথ, সাণ্টু ওরা কেউ আছে?]

ভেতরে আসুন। ভরতদা আসছে। (ভরতের প্রবেশ)

ভরত ॥ এই যে সাণ্টু তুমি এখানে—

সাণ্টু ॥ শালা, এবার তোমায় আমি একা পেয়েছি। (ভরতের গলা টিপে ধরে, পেছন থেকে রমা আটকায়)

রমা ॥ আঃ কি-হচ্ছে-কি?

সাণ্টু ॥ তুই ছেড়ে দে রমা—ও আমাদের অনেক সর্ব্বনাশ করেছে—তার বদলা আমি নেব।

রমা ॥ না-তুমি কিছু করতে পারবেনা ওকে। (সাণ্টুকে টেনে নেয়)

ভরত ॥ ছেড়ে দে রমা, আমার ঐ প্রাপ্য। সাণ্টু সত্যি তোরা আমাকে মার, আমি অনেক পাপ করেছি—সাণ্টু আমাকে মার-মার তোরা সবাই। (বলতে বলতে কেঁদে ফেলে)

সাণ্টু ॥ নিশ্চয় ও কোন নতুন প্যাঁচ কষে এসেছে, বুঝলি রমা!

রমা ॥ ভরতদা তুমি কেঁদোনা—কি হয়েছে বল। ওটা গোঁয়ার, ওর কথায় তুমি

কিছু মনে করোনা। ও বিশ্বাস না করলেও আমি বুঝতে পারছি, আজ সত্যি তুমি আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছ—কি হয়েছে এখন বল।

ভরত ॥ সর্ব্বনাশ হয়েছে বমা! সান্টু, বস্তিনাথ কোথায়? এখুনি সবাইকে নিয়ে চল manager-এর chamber-এ—প্রলয়কে হয়তো এতক্ষণে ওরা—

সান্টু ॥ ভরতদা! একি বলছ তুমি?

ভরত ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। প্রলয়কে ঘুষ দিয়ে, লোভ দেখিয়ে strike মিটিয়ে ফেলতে বলে—কিন্তু প্রলয় তাতে রাজী হয়নি, এতক্ষণে হয়তো গুণ্ডা দিয়ে....

সান্টু ॥ (চীৎকার করে ওঠে) ভরতদা। বমা, আমি এখুনি যাচ্ছি সবাইকে নিয়ে—তুই খুব সাবধানে থাকিস, গুণ্ডাব হামলা এখানেও হতে পাব—খুব সাবধানে থাকবি—না দেখে দরজা কাউকেও খুলবি না। (শেষের কথাগুলো বাইরে থেকে ভেসে আসবে।)

(অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চ ঘুরে যায়)

॥ পঞ্চদশ দৃশ্য ॥

[হিমাদ্রিশেখরের আগেকার সেই drawing room. সদ্য দেয়ালে টাঙানো ইন্দ্রাণীর একটি ছবির কাছে গিয়ে হিমাদ্রিশেখর বলতে থাকে—]

হিমাদ্রি ॥ আমি হার মেনেছি ইন্দ্রাণী—তুই আয়—আমি যে আর কাউকে বলতে পারিনা। তুই মেয়ে হয়ে আমার ব্যথা বুঝবিনা! আজ তিরিশ বছর ধরে যে আমি তিলে তিলে পুড়ে যাচ্ছি।

Myke :—বাবা, তুমিই তো আমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছ, তোমার মিথ্যে আভিজাত্যের মোহে—

হিমাদ্রি ॥ না-না, আমার আভিজাত্যের মোহ নয়, সে ছিল আমার সংস্কার!

Myke :—কিন্তু সংস্কারের চেয়ে যে আমাদের জীবন বড় বাবা—

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ—আজ আমি তা স্বীকার করছি। তোরা আজ ফিরে আয়। কি—উত্তর দিচ্ছিস্ না যে! আসবি না! আমি না গেলে তোরা আসবিনা? বেশ, বল তোরা কোথায় আছিস! আমি যাবো—আমি যে লজ্জায় কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারিনা। তোদের কথা শিখা জানে, শিবানী জানে, অথচ আমি জানিনা। এই বুড়োর জন্যে তোর এতটুকু মায়া হয়না ইন্দ্রাণী, তোর ছেলেটা কত বড় হয়েছেরে? কি নাম রেখেছিস্! আমার কাছে আসবি তোরা.... [শিবানীর প্রবেশ]

শিবানী ॥ দুধটা খেয়ে নাও।

হিমাদ্রি ॥ (চম্‌কে ওঠে) কে?—এসেছিস্ ইন্দ্রাণী (আত্মস্থ হয়ে) ও-হুঁ-রাখ ওখানে। শিবানী, তুই যে আজকাল বড় এদিকে আসিসনা। আমার ওপর তোর খুব অভিমান না!

শিবানী ॥ না-কাকা তা নয়। তবে শিখা আজকাল যা সুরু করেছে, তাতে তোমার কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে।

হিমাদ্রি ॥ না-না শিবানী, সেটা তোদের ভুল ধারণা। শিখা কোন ভুল করেনি। আমাদের অনেকদিনের পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করছে। সারা জীবনে অনেককে প্রবঞ্চনা করেছি, অনেক ন্যায্যদাবীর কণ্ঠরোধ করেছি শুধু অর্থের জোরে, মিথ্যে অভিজাত্যের মোহে বহু মনুষ্যত্বের করেছি অবমাননা—ও তার প্রায়শ্চিত্ত করছে শিবানী, ও তার প্রায়শ্চিত্ত করছে। তোরা ওকে আর কেউ কিছু বলিসনা—

শিবানী ॥ ঐ আদর দিয়ে দিয়েই তো তোমরা ওর মাথাটা খেলে—ঐ আসছে হয়তো ওরা—আমি যাই এখান থেকে—

(কথা বলতে বলতে আনন্দ আর শিখা এল)

আনন্দ ॥ তুই কি আমার কোন কথা শুনবিনা ? এই যে মা, তুমি একটু দিদিভাইকে বোঝাও তো....

শিরানী ॥ আমায় তোরা কিছু বলতে আসিস্‌না—তোদের যা ইচ্ছে তাই কর।

[প্রস্থান]

আনন্দ ॥ যা: কেউ আমার কথা শুনবেনা—এই যে দাদু—

শিখা ॥ আঃ আনন্দ, কি করছিস ? দাদুর এই শরীরে—

আনন্দ ॥ ও, বড্ড ভুল হয়ে গেছে রে ?

হিমাদ্রি ॥ কি দাদুভাই, তোরা যেন কি আমাকে লুকোচ্ছিস্ !

আনন্দ ॥ না-দাদু ও কিছুনয়, এমনি বলছিলাম—

হিমাদ্রি ॥ আমাকে বলবিনা ? তোরা আমাকে কেউ বিশ্বাস করিসনা নারে ?

শিখা ॥ দাদু, অমন কথা কেন বলছ ? এ কথা বলার মত কিছু নয় ভাই।

হিমাদ্রি ॥ ওঃ— হ্যা শোন দিদিভাই—আমি ঠিক করেছি union-থেকে যে condition-গুলো আমাদের দিয়েছে তার সব কিছুই আমি মেনে নেব।

শিখা ॥ (উচ্ছ্বাসে) সে কি দাদু ?

আনন্দ ॥ দাদু তুমি কি বলছ ?

হিমাদ্রি ॥ ঠিক বলছি ভাই। এতদিনের বিশ্বাস আমার ভেঙে গেছে। দেখ দিদিভাই, তোরা ঠিকই বলেছিস—আমাদের কোন অধিকার নেই অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে খাবার—

শিখা ॥ দাদু তুমি সত্যি বলছ ?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ-দিদিভাই। আর হিমাদ্রিশেখরের সে দম্ভ আজ ভেঙে গিয়েছে। তোদের কাছে আমি হার মানছি। আমি বুঝতে পারছি, তোদের ঐ সমবেত শক্তিকে দমন করবার ক্ষমতা আমার নেই। এখনও যদি সাবধান না হই তাহলে হয়তো আমরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

শিখা ॥ দাদু ! আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে—খুব। আজ আমি সত্যি খুব সুখী।

আনন্দ ॥ দাদু। আজ কিন্তু তোমার জন্য আমাদের গর্ব্ব হচ্ছে। সত্যি দাদু, এ ছাড়া আর পথ নেই। আজ যদি ওদেরও শরিক মনে করতে পারি আমরা, তবে দেখবে লাভের পরিমান অনেক বেড়ে যাবে, যা দু'পক্ষ ভাগ করলেও আমাদের আগের চেয়ে বেশীই থাকবে। দেখবে production কি রকম বেড়ে যায়।

হিমাদ্রি ॥ দিদিভাই, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিবি ঠিক করে? কাউকে বলবিনা কিন্তু।

শিখা ॥ আচ্ছা বল।

হিমাদ্রি ॥ ইন্দ্রাণীরা কোথায় থাকেরে? ওর ছেলের নাম কি? দেখতে কেমন হয়েছে রে?

শিখা ॥ দাদু, ওসব কথা তুমি জিজ্ঞেস করোনা। তাছাড়া ডাক্তারের নিষেধ আছে না—আজে বাজে চিন্তা করবেনা—

হিমাদ্রি ॥ (উত্তেজিতভাবে) আজে-বাজে। আমার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করবো—

আনন্দ ॥ দাদু তুমি মাথা গরম করোনা!

হিমাদ্রি ॥ এ্যাঁ—ও হো—ঠিক বলেছিস্—

আনন্দ ॥ দাদু, তুমি এত ভালবাস মাসীমাকে, তবে কেন এরকম করলে?

হিমাদ্রি ॥ ভুল-ভুল দাদুভাই—সারাজীবন আমি শুধু ভুল করে এসেছি। রক্তের জোরে, আভিজাত্য আর সংস্কারের মোহে আমি সমস্ত কিছু অস্বীকার করেছি। আমার খেয়ে যে মানুষ হচ্ছে তাকে আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারিনি ইন্দ্রাণীর স্বামী বলে—

আনন্দ ॥ Prof. মিত্তির বুঝি এ বাড়ীতেই মানুষ হয়েছেন?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ, আমাদেরই গাঁয়ে থাকতো ওরা। ওর যখন দশ বছর বয়স তখন ওর বাপ-মা এক সংগে একদিনে কলেরায় মারা যায়। গাঁয়ের আর পাঁচজন ওকে আমার কাছে দিয়ে গেল—কাজকর্ম করবে, থাকবে, খাবে। ইন্দ্রাণী তখন তিন বছরের শিশু। ঠিক করলাম ও-ই দেখাশোনা করবে মহেন্দ্র।

আনন্দ ॥ তারপর ?

হিমাদ্রি ॥ তারপর ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলো ওরা দুজনে। লেখাপড়ায় মন দেখে আমি মহেন্দ্রর পড়ারও ব্যবস্থা করলাম সব। এক এক করে সে ভাল করেই পাশ করতে লাগলো সব পরীক্ষাগুলো। Matric থেকে scholership পেতে সুরু করে।

আনন্দ ॥ তারপর দাদু ?

হিমাদ্রি ॥ মহেন্দ্র যেবার M. A. দেবে, সেবার ইন্দ্রাণীর Matric দেবার কথা। আমি মহেন্দ্রকেই বললাম ইন্দ্রাণীকে একটু coach করতে। তারপর—কিছুদিন পর, যেবার ইন্দ্রাণীর B. A. দেবার কথা—সেবারই ওরা civil marriage করলো।

আনন্দ ॥ তা এতে অন্যায়টা কি হয়েছিল দাদু ?

হিমাদ্রি ॥ অন্যায় কিছু নয়। বলেছিতো শুধু আভিজাত্য আর অর্থের মোহে আমি ওদের মনুষ্যত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করি। উঃ দাদুভাই, আমি কি করেছি !

শিখা ॥ দাদু, ওসব কথা এখন তুমি বাদ দাও।

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁরে দিদিভাই, মহেন্দ্রকে তুই দেখেছিস্ ? বড় সুন্দর চেহারা ওর, না ? ছবিও নেই একটা আমার কাছে ! হ্যাঁরে, চুলগুলো এখনও ঠিক অমন কোঁকড়ান রয়েছে ?

শিখা ॥ দাদু, তুমি অমন করলে আমি উঠে যাবো।

হিমাদ্রি ॥ না-না, বোস-বোস, আচ্ছা, আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবোনা—(বাইরে থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসে) কে—ক্ষিতীশরা আসছে বোধ হয়, নারে ?

শিখা ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

(ক্ষিতীশ, [illegible]

ক্ষিতীশ ॥ কেউ দেখেনি [illegible]

কানাই ॥ আজ্ঞে না হুজুর। একেবারে ঝোপের ভেতর—

হিমাদ্রি ॥ ঝোপের ভেতর আবার কি হলো ?

ক্ষিতীন ॥ না-না ও কিছু নয়। তুমি কেমন আছ ?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ-ভাল। Strike-এর কি খবর—মিট্‌লো ?

ক্ষিতীন ॥ না দাদু। ওরা কিছুতেই রাজী হলোনা আমাদের কথায়।

হিমাদ্রি ॥ তবে ?

ক্ষিতীন ॥ তুমি কিছু ভেবনা। কিছু লোক পাঠিয়েছি ওখানে হামলা করতে, এদিকে police-এ খবর দিয়েছি বিক্ষোভকারীরা factory নষ্ট করবার জন্য হামলা সুরু করে দিয়েছে। এখুনি police force এসে পড়বে।

হিমাদ্রি ॥ ও—তুমি police-station-এ আর একটা ring কর ক্ষিতীন।

ক্ষিতীন ॥ কেন, mob disperse করবার জন্য ?

হিমাদ্রি ॥ না—ওদের জানিয়ে দাও strike মিটে গেছে। কোন হামলা আর নেই। আর ওদের leader-কে ডেকে পাঠাও। বল, আমি ওদের সমস্ত condition মেনে নিচ্ছি।

ক্ষিতীন ॥ সেকি দাদু ! আমরা যখন একটা ফয়সালা করে ফেলেছি—

হিমাদ্রি ॥ আঃ—এতদিন তো অনেক ফয়সালাই করলে, এটা না হয় আমাকেই করতে দাও। যাও—একি বাইরে এত চীৎকার কিসের ? (বাইরে থেকে ভীষণ গণ্ডগোল ভেসে আসে—রতন ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢোকে)

রতন ॥ বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে—প্রায় শ’ দু-য়েক লোক বাড়ী ঘেরাও করেছে

হিমাদ্রি ॥ সেকি ! কেন ? আঃ তুমি আবার phone তুলছো কেন ?

ক্ষিতীন ॥ দাদু, জাননা ওরা সব গুণ্ডা—একটা সর্ব্বনাশ হবে। Police-এ—

হিমাদ্রি ॥ সর্ব্বনাশের পথ ধরে এতদিন ছুটেছ, এখন তাকে ভয় করলে চলবে কেন ? নাও রিসিভার-টা রেখে দাও—(সদলবলে সান্টুদের প্রবেশ)

সান্টু ॥ এই যে manager-বাবু ! আলয়দা কোথায় ?

ক্ষিতীন ॥ প্রলয় বাবু—কই আমরা তো জানিনা কিছু

সাণ্টু ॥ হ্যাঁ আপনারা জানেন—(হঠাৎ কানাইকে দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে) এই যে দালাল শালা, তোকে আজ গলা টিপেই—

কানাই ॥ না-না আমি কিছু জানিনা—সাণ্টু শোন্—

বস্তি ॥ (ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে) আঃ সাণ্টু, ওকে ছেড়ে দাও। আমরা যার জন্যে এসেছি আগে তাই কর।

সাণ্টু ॥ তুমি ছেড়ে দাও বস্তিদা।

বস্তি ॥ না-না, তোমাকে ভুল পথে যেতে দেওয়া হবে না।

সাণ্টু ॥ ও হ্যাঁ—ঠিক বলেছ বস্তিদা। আচ্ছা ছাড় এবার। এই যে manager-বাবু, ভাল চান তো এখনও বলুন প্রলয়দা কোথায়? ও police-টুলিশ কিছু মানবো না—প্রলয়দাকে না পেলে তোমায় আমি শেষ করবো, পরে যা হয় হবে—মরতে আমরা ভয় পাই না।

ক্ষিতীন ॥ আঃ তোমরা বুঝছোনা সাণ্টু। সে আমার chamber থেকে বেরিয়ে সোজা তোমাদের পিকেটিং-এ join করতে গেল।

বস্তি ॥ আপনার gate-এর সামনের রাস্তায় আমরা ছিলাম, তাকে বেরুতে দেখিনি।

শিখা ॥ দাদা—এখনও মঙ্গল চাও তো ওদের সত্যি কথা বল। নইলে আমি ring করবো police-stotion-এ। বল প্রলয় কোথায়?

হিমাদ্রি ॥ ক্ষিতীন চুপ করে থেকোনা—বল তার তুমি কি করেছ, কোথায় সে?

ক্ষিতীন ॥ আমি ঠিক জানিনা; কানাই বলতে পারবে।

সাণ্টু ॥ (আবার গলাটিপে ধরে) এই কুত্তা, বল্ কোথায়!

কানাই ॥ বলছি-বলছি—ছাড়-গলাটা ছাড়—আছে, তিলজলার ঝোপে—

শিখা ॥ (আৎকে ওঠে) বাগান বাড়ীর ঝোপে?

হিমাদ্রি ॥ সেকি! খুন করেছ?

কানাই ॥ না-না, এখনও মরেনি বোধহয়—এখনও গেলে—

সাণ্টু ॥ (চীৎকার করে ওঠে) কানাই!!

বস্তি ॥ আব দেরী নয় চল সবাই, তুমিও চল আমাদের সংগে—(সকলে একসংগে বেরিয়ে যায়)

হিমাদ্রি ॥ ক্ষিতীন এ তুই কি করেছিস ? খুন করতেও তোর বাধলোনা ?

শিখা ॥ দাদু তুমিও চল একবার।

হিমাদ্রি ॥ না-না-দিদিভাই, আমি ওদেব সামনে গিয়ে কি মুখ নিয়ে দাঁড়াবো ? ওরা যে মনে করবে····

শিখা ॥ না-না দাদু, তোমাকে যেতেই হবে।

হিমাদ্রি ॥ না-না দিদিভাই, তা হয়না—

শিখা ॥ দাদু—প্রলয় কে জান ?

হিমাদ্রি ॥ (আশঙ্কিত স্বরে) দিদিভাই। কে-কে প্রলয় ? বল্, চুপ করে থাকিসনা—তবে কি সে ···

শিখা ॥ হ্যাঁ দাদু, সে তোমাব ইন্দ্রাণীর ছেলে।

হিমাদ্রি ॥ (ভেঙে পড়ে) দিদিভাই ! তু····তুই একি বলছিস দিদিভাই—

আনন্দ ॥ হ্যাঁ-দাদু, এখন আর কাঁদবার সময় নয়—চল দাদু।

হিমাদ্রি ॥ দাদু, আমায় তোরা নিয়ে চ—আমাব সমস্ত শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি।

শিখা ॥ আনন্দ, তুই দাদুকে নিয়ে আয়, আমি গাড়ি নিয়ে আগে বেরিয়ে যাই—
(ঝড়ের মত শিখা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়)

হিমাদ্রি ॥ দাদু—চল, আমায় তোরা নিয়ে চল।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায়]

॥ ষোড়শ দৃশ্য ॥

(তিলজলার বাগান বাড়ী! ভীষণ জল ঝড় হচ্ছে। প্রায় অন্ধকারের ভেতর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে আবহাওয়াটা আরও ভীতিবহুল করে তুলছে—বেশ কিছুটা দূর থেকে শিখার ডাক শোনা যায়। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রলয়কে—কিছুপরে Stage-এ দেখা যায় শিখাকে, তখনও সে খুঁজছে প্রলয়কে। এরমধ্যে কিসে যেন হোঁচট খায় শিখা—বিদ্যুতের আলোতে দেখে প্রলয় অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে, সারা-মুখ রক্তাক্ত—)

শিখা ॥ (ঝুঁকে পড়ে) প্রলয়-প্রলয়, সাড়া দাও, আমি এসেছি—প্রলয়, তোমার সেদিনের প্রশ্নের উত্তর আজ আমি দেব, চেয়ে দেখ—প্রলয়—

(নেপথ্যে কয়েকজনের ডাক শোনা যায়। "প্রলয়দা-আ-আ—"

(শিখা চীৎকার করে ডাকে) সান্টু এদিকে—এদিকে এস—

[সদলবলে সবাই ঢোকে]

এই যে এখানে পড়ে আছে, জ্ঞান নেই—তোমরা সবাই ধরাধরি করে আমার গাড়ীতে তুলে দাও—এখুনি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে বোধ হয় আর বাঁচান যাবেনা—

সবাই ॥ (আতঙ্কে) শিখাদি!!

সান্টু ॥ প্রলয়দা—প্রলয়দা—

বস্তি ॥ দেরী করে লাভ নেই সান্টু—

শিখা ॥ হ্যাঁ—মিছিমিছি তাতে বিপদ আরও বাড়বে। তাড়াতাড়ি নিয়ে চল হাসপাতালে—

বস্তি ॥ সান্টু মাথার দিকটা ভাল করে ধর—

[ধরাধরি করে সবাই প্রলয়কে নিতে থাকে—
এর মধ্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ শেষ দৃশ্য ॥

[প্রলয়ের ঘর। চোখবাঁধা অবস্থায় সে তক্তপোষের ওপর আধশোয়া ভাবে রয়েছে। Union-এর বহু লোকজন ঘরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে—কেউ বসে, কেউবা দাঁড়িয়ে। ভেতরের ঘর থেকে গ্লাস হাতে রমা ঢোকে]

রমা ॥ দুধটুকু খেয়ে নাও দাদা—

প্রলয় ॥ দে।

সান্টু ॥ (ধরা ধরা গলায় বিদ্রোহের স্বরে) এবার আমাকে তোমরা কেউ আটকাতে পারবেনা। অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা, এবার তার দাম চাই।

সবাই ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-এবার আর আমরা কারও কথা শুনবোনা।

প্রলয় ॥ সান্টু-বঙ্কিনাথ—তোরা ও ভুল করিস্‌না। আমিও করতে বসে-ছিলাম তোদের মত ভুল, যেদিন chamber এ manager আমাকে হাণ্টার মেরে উত্তর চায়—কিন্তু কিছুই করতে পারিনি সেই সাময়িক দুর্ব্বলতায়—

বঙ্কি ॥ তা বলে বসে বসে মার খাব শুধু?

সান্টু ॥ তাতে ওদের সাহস খালি বেড়েই যাবে, কোন লাভ হবেনা আমাদের।

প্রলয় ॥ নারে-না। তাতে আমাদের মস্ত লাভ। ওদের অত্যাচার যত বাড়বে, তত বাড়বে আমাদের একতা। মজুরদের মধ্যে একতাই তাদের ভাগ্য ফেরাবার একমাত্র অস্ত্র। গায়ের জোরে ওদের সংগে আমরা পারবোনা। ওদের শক্তি বেশী, অর্থ বেশী—কিন্তু আমাদের একতার কাছে ওদের হার মানতেই হবে···· (কিছু একটা কাজ সেরে শিখা ঘরে ঢোকে)

শিখা ॥ তুমি আবার বক্তৃতা দিতে সুরু করেছ। ডাক্তারের নিষেধ তুমি কিছুতেই মানবেনা।

প্রলয় ॥ না-না আমাকে একটু কথা বলতে দাও শিখা। আজ কতদিন আমি বিছানায় পড়ে রয়েছি—ভাল করে কারও সংগে কথাও বলতে পারিনি—

শিখা ॥ তাই একদিনে তার শোধ তুলে নিতে হবে-না?

বহ্নি ॥ সত্যি প্রলয়দা, তুমি একটু চুপ করে থাক। স্যার হিমাদ্রিশেখর এসে দেখলে আবার রাগ করবেন।

প্রলয় ॥ দাদু কখন আসবে শিখা ?

শিখা ॥ এই তো আসার সময় হয়ে গিয়েছে—

প্রলয় ॥ সত্যি, দাদুর ভুল ভেঙেছে জেনে আমরা সবাই যে—[অলক আসে]

অলক ॥ এই rascel, চুপ করনা। তোকে বক্ বক্ করতে কে বলেছে ? এই যে শিখা ওষুধগুলো রাখ—

প্রলয় ॥ আয় অলক—বস্, তুই বোধ হয় গতজন্মে আমার ভাই ছিলি নারে ?

অলক ॥ না-বউ ছিলাম— (সবাই হেসে ওঠে)

প্রলয় ॥ আঃ কি হচ্ছে ?

অলক ॥ দেখ, তোর ঐ leader-ই চাল আমার কাছে ঝাড়বি না। আর এ-কদিন তো তুই প্রায় senseless-ই ছিলি—দাদুর সংগে কোন কথাই হয়নি। আজ প্রথমেই আবার খুব বেশী কথা স্থুরু করিসনা। ঘরের কিছু বলবিনা। কাকাবাবুর মৃত্যু খবরটায় উনি একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। এই বয়সে pressure-টা আবার যদি—(কথার মাঝে দাদু এসে পড়ে) এই যে আস্থন দাদু—

হিমাদ্রি ॥ জ্ঞান হয়েছে আজ ?

অলক ॥ হ্যাঁ, এখন একটু ভাল আছে। বস্থন আপনি। মাসীমাও হয়তো এখুনি এসে পড়বেন।

হিমাদ্রি ॥ ও। ইন্দ্রাণীকে আনতে কে গেছে station-এ ?

প্রলয় ॥ ভরতদাকে পাঠিয়েছি। আপনি বস্থন দাদু।

হিমাদ্রি ॥ হুঁ-বসছি। তোমার কাছে আমার বলার কিছু নেই দাদু। শুধু আশীর্ব্বাদ করি, যে আদর্শের পথে তোমরা আজ নেমেছ, তাকে যেন সার্থক করে তুলতে পার—

প্রলয় ॥ (আনন্দে প্রণাম করে) দাদু, আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন আপনি—

হিমাদ্রি ॥ করছি দাদু, আমি প্রাণভরে তোমাদের সবাইকে আশীর্ব্বাদ করছি—তোমরা এই বিষাক্ত সমাজটাকে সুন্দর করে, শান্তিময় করে তোল।

(বাইরে থেকে ইন্দ্রাণীর ডাক শোনা যায়—খোকা !)

—কে—

[হিমাদ্রি এগিয়ে যায়, ইন্দ্রাণী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হিমাদ্রিশেখরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে, ইন্দ্রাণী নিজেকে সংযত রেখে প্রণাম করে]

হিমাদ্রি ॥ ইন্দ্রাণী—তোর কাছে ক্ষমা চাইবার মুখও আমার নেই, তবু যদি পারিস আমাকে ক্ষমা করিস।

ইন্দ্রাণী ॥ আমার পাপ আর বাড়িওনা বাবা।

হিমাদ্রি ॥ না-না পাপ নয়। অন্যায় স্বীকার করায় কারও পাপ নেই। আজ আমি স্বীকার করছি মা, তোরা যা করেছিলি তা সত্যি মঙ্গলময়, নইলে তার ফল এত শুভ হয়না। প্রলয় শুধু তোর গর্ব্ব নয়, সমস্ত দেশের গর্ব্ব।

ইন্দ্রাণী ॥ কই, খোকা কই ! এই যে খোকা তুই শেষ পর্যন্ত—একি ! তোর চোখ বাঁধা কেন ?

অলক ॥ চোখে খুব আঘাত লাগে। ডাক্তার বলেছে তিনমাস এ ভাবে রাখতে, কোন আলো যাতে না লাগে—

ইন্দ্রাণী ॥ সেকি ! চোখের কোন....

অলক ॥ না-না তুমি ভয় পেয়োনা মাসীমা, ও ঠিক হয়ে যাবে—

প্রলয় ॥ শিখা, আমার চোখের বাঁধনটা একটু খুলে দাও না—অনেকদিন আমি আমার মাকে দেখিনি—

শিখা ॥ সেকি ! না-না-আজ নয়। হঠাৎ এত strong light সহ্য হবে না, ক্ষতি হতে পারে।

প্রলয় ॥ না-শিখা-না, কোন ক্ষতি আমার হতে পারে না। কোন অন্যায় তো আমি করিনি। কতদিন পরে আমার মা এসেছেন, দাদু এসেছেন—তোমরা

সবাই আছ—সবার মুখে হাসি—আমি দেখবোনা—না-না-তা হয় না। শিখা,
লক্ষীটি একটিবার খুলে দাও তুমি—

শিখা ॥ তুমি বুঝছোনা।

প্রলয় ॥ আমি সব বুঝছি শিখা, please তুমি একটিবার খুলে দাও এ বাঁধন।
আজ কতদিন আমি পৃথিবীর আলো দেখিনি—না-না তুমি খুলে দাও।

শিখা ॥ আঃ আচ্ছা-আচ্ছা খুলছি। তুমি অমন restless হযোনা—

[খুলে দেয়]

প্রলয় ॥ কই, মা কই? মা! মা (মা কাছে এলে প্রলয় তাঁর মুখ হাতড়াতে
থাকে পরে হঠাৎ ভীষণ চীৎকার করে ওঠে) মা!!.. একি আমি যে তোমায়
দেখতে পাচ্ছিনা মা· মা—আমার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে মা—(কেঁদে ফেলে)

ইন্দ্রাণী ॥ খোকা-এ তুই কি সর্ব্বনাশ ক'রলি।

[ঘরের মধ্যে প্রায় সবাই কেঁদে ওঠে।]

প্রলয় ॥ (নিজেকে সংযত করে নিয়ে) মা-তুমি কেঁদোনা। কে—কে কাঁদে?
কেন কাঁদে সবাই।

সান্টু ॥ (কান্না ধরা গলায়) প্রলয়দা—এখনও আমরা কিছু বলতে পারবোনা?

প্রলয় সান্টু (এগোতে গিয়ে হোঁচট খায় সংগে সংগে শিখা ধরে ফেলে) কই,
কহ তুই—সান্টু ওভাবে বলে কিছু হবেনা। তোরা সবাই এক হ'—এ অবস্থা
আমাদের আর যাতে না হয় তার ব্যবস্থা কর—

ইন্দ্রাণী ॥ খোকা তুই আমার একি সর্ব্বনাশ করলি—

প্রলয় ॥ মা-কেঁদোনা-মা-কেঁদোনা। আজ তো শুধু তোমার ছেলে দৃষ্টি
হারায়নি—চেয়ে দেখ—লোভ, দুর্নীতি, স্বার্থ তোমার আরও কতশত
ছেলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। আজ শুধু আমার জন্য কাঁদলে চলবেনা মা—আজ
কাঁদতে হবে সবার জন্য, লড়তে হবে সবার জন্য—সবাই মিলে এ সর্ব্বনাশের
পথ বন্ধ করতে হবে—(ইন্দ্রাণী কান্নায় ভেঙে পড়ে) কেঁদোনা—দেখছোনা
সামনের দিকে তাকিয়ে, আরও কত ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওদের ডাক,

ওদের কাছে টেনে নাও—সবার চোখের জল তুমি মুছে দাও মা—এসো আজ সবাই আমরা এক সাথে শপথ করি—এ অত্যাচার, এ অবিচার আমরা ধ্বংস করবো।

[ধীরে ধীরে শেষবারের মত পর্দা নেমে আসে]